সমাজের কথা

যশোর ❑ ১১ বর্ষ ❑ ২৭৮ সংখ্যা ❑ ২১ জুলাই ২০১৯ ❑ ৬ শ্রাবণ ১৪২৬ ❑ ১৭ জিলক্বদ ১৪৪০ ❑ ৪ পৃষ্ঠা ❑ মূল্য ৩ টাকা

ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার যশোর বড়বাজার মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিনযুক্ত মাছ জব্দ করে -সমাজের কথা

যশোরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস ফিশফিড বিক্রেতাকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক॥ যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমাণ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকালে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমন পলিথিন ধ্বংস করে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খাঁন পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছেরখাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন।

আবেদনে
তারিখ

ীর ধরণ

২

প্রজন্মের ভাবনা
৬ষ্ঠ বর্ষ. সংখ্যা ২০৮ ☐ যশোর ☐ ০৭ শ্রাবণ ১৪২৬ ☐ ১৭ জিল্
৪৪০ ☐ পাতা ৪: মুল্য ৩ টাকা
২১ জুলাই ২০১৯

যশোরে ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর ধ্বংস

প্রজন্ম ডেস্ক

যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দুপুরের দিকে এই মাছ জব্দের পর বিকালে তা ধ্বংস করা হয়। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দিনভর চালানো (২ পৃ: ৩-এর ক: দেখুন)

গতকাল যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত -প্রজন্মের ভাবনা

সঠিক অনুসন্ধানে

দৈনিক যশোর

The Daily Jessore

৪ ☐ ২২তম বর্ষ ☐ সংখ্যা ২৬০ ☐ রবিবার ২১ জুলাই ২০১৯ ☐ ০৬ শ্রাবণ ১৪২

যশোর ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিনযুক্ত মাছ জব্দ করে -যশোর

যশোরে ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর ধ্বংস

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার দুপুরের দিকে এই মাছ জব্দের পর বিকালে তা ধ্বংস করা হয়। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করেন। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খাঁন পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ ৩ পাতায় ৩ক: দেখুন

যশোরে ফরমালিনযুক্ত মাছ

জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান, যশোর সদর উপজেলা সিনিয়ার মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আবেদনের তারিখ	আবেদ... এ...
২	

আজ রবিবার
২১ জুলাই, ২০১৯
০৬ শ্রাবণ ১৪২৬, ১৭ জিলকদ, ১৪৪০
রেজিঃ নং-কেএন ৩৬৫, ২৩তম বর্ষ, ২৫৪ সংখ্যা
৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা।
www.loksamaj.com

ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিনযুক্ত মাছ জব্দ করে -লোকসমাজ

যশোরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান
আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস
ফিসফিড বিক্রেতাকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমাণ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকেলে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ দিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খান পোল্ট্রি অ্যান্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের [২-এর পাঃ ৩ক. দেঃ]

আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস

বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এস এম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ ...মার দেব উপস্থিত ছিলেন।

১০ম বর্ষে পদার্পন

দৈনিক
সত্যপাঠ
The Daily Sattyapath

সংখ্যা ❑ রোববার ❑ ২১ জুলাই ২০১৯ ইং ❑ ০৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা ❑ ১৭ জিলক্বদ ১৪৪০ হিজরি

ভ্রাম্যমান আদালত শনিবার যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিন যুক্ত মাছ জব্দ করে -সত্যপাঠ

তারা জানান, ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্মীকরণের লক্ষ্যে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক ৫৭ জনের নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদ এবং পদসমূহের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম বাদ দিয়ে শুধু স্থায়ী ৩৪ জনের নাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের (পৃষ্ঠা-৩ কলাম-৩)

যশোরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস ফিসফিড বিক্রেতাকে জরিমানা

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ যশোর মাছ বাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমান ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকালে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খান পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দন্ড প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন।

বস্তুনিষ্ঠতাই আমাদের অহংকার

দৈনিক কল্যাণ

THE DAINIK KALYAN

ইয়ামুল আহাদ ঃ ১৭ জিলক্বদ ১৪৪০
Sunday : 21 July 2019
৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩.০০ টাকা

যশোরের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস

কল্যাণ রিপোর্ট : যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমান ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। বিকালে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমান আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমান আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খাঁন পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর *(৩য় পাতায় ৪-এর কলামে)*

যশোরের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে

সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ি এসব ব্যবসায়ি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়ার মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন।

লোকসমাজ

০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩,

রেজিঃ নং-কেএন ৩৬৫, ২৩তম বর্ষ, ১৯৮ সংখ্যা

রূপদিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা

রূপদিয়া (যশোর) সংবাদদাতা ॥ যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে রূপদিয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন যশোরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হাসান।

তিনি সাংবাদিকদের জানান, বাজারের মুদি দোকান আল-আমিন ট্রেডার্সে মেয়াদ উত্তীর্ণ [২-এর পাঃ ৭ক. দেঃ]

রূপদিয়ায় বিভিন্ন ব্যবসা

খাদ্যপণ্য পাওয়ায় ভোক্তাধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সেই সাথে ওই সব পণ্য জব্দ করা হয়। এসময় সাইফুল ফল ঘরে খাবার অনুপযোগী (মালটা) ফল পাওয়ায় আদালত ৩হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এছাড়া বৈশাখী মিষ্টান্ন ভান্ডার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে ২হাজার টাকা, হিরোন সুপার মার্কেটে অবস্থিত ৫টি কসমেটিকস্ এর দোকানে সরকার অনুমোদন না থাকায় বিদেশি প্রসাধনী বিক্রির অভিযোগে মেসার্স মনি অ্যাড, রায়হান কসমেটিকস, মিনা ভ্যারাইটিস, রনি কসমেটিকস ও সুমন কসমেটিকসকে আদালত ৬হাজার টাকা জরিমানা করেন।

২১ জুলাই ২০১৮
০৬ শ্রাবণ ১৪২৬
১৭ জিলকদ ১৪৪০
রেজিঃ নং-কেএন ৪৫৫
১৩তম বর্ষ, সংখ্যা ২১৩
পৃষ্ঠা ০৪ দাম ৩ টাকা
dailyspandan.com

স্পন্দন

স্পন্দন : ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিন-যুক্ত মাছ জব্দ এবং নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর মাছ ধ্বংস করে

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান যশোরে আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস ফিসফিড বিক্রেতাকে জরিমানা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমাণ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকালে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খান পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য

(৩ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন)

যশোরে আফ্রিকান মাগুর ও পলিথিন ধ্বংস

সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ি এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

লোকসমাজ

ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল যশোরে উপজেলা রাজস্ব প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয় -লোকসমাজ

ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে যশোরে র‍্যালি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ যশোরে গতক হতে শুরু হয়েছে ভূমি সেবা সপ্তা ২০১৯। রাখবো নিষ্কন্টক জমি বাড়ি করবো সবাই ই-নাম জারি। এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে গতকাল যশোর কালেক্টরেট চত্বরে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। যশোর সদর উপজেলা ভূমি প্রশাসন এ র‍্যালির আয়োজন করে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক *[২-এর পাঃ ৫ ক. দেঃ]*

ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে

(সার্বিক) মো. হুসাইন শওকত র‍্যালির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মো. হুসাইন শওকত বলেন, ১লা বৈশাখ হচ্ছে বাঙালির নববর্ষ বা বাংলা বছর। জমির সকল হিসাব নিকাশ হয় বাংলা বছর অনুসারে। তিনি বলেন, ১লা বৈশাখ থেকে হিসাব শুরু হয় এবং ৩০শে চৈত্র হিসাব শেষ হয়। সুতরাং নিজের প্রয়োজনে বিষয়টি জানার প্রয়োজন আছে। এটা তাদের জানার অধিকার। এ সময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. শফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা (এসিল্যান্ড) তায়েব-উর-রহমান আশিক, জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার এসএম কবীর, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু নওশাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি শহরের দড়াটানা হয়ে সদর উপজেলা ভূমি অফিস চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

যশোর, বৃহস্পতিবার, ১১ এপ্রিল ২০১৯
২৮ চৈত্র, ১৪২৫, ০৪ শাবান, ১৪৪০
রেজিঃ নং-কেএন ৩৬৫, ২৩তম বর্ষ, ১৬০ সংখ্যা

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
গ্রামের কাগজ

শেষের পাতা

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
গ্রামের কাগজ

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র ৮ পৃষ্ঠার দৈনিক

রোববার

- ২১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি
- ৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা
- ১৭ জিলক্বদ ১৪৪০ হিজরী

যশোরের বাজারের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

কাগজ সংবাদ ॥ যশোরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার মাছ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছে যশোর জেলা প্রশাসন। অভিযান পরিচালনা করেন যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান।

যশোর শহরের মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমাণ ফরমালিনযুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকেলে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় এক মণ পলিথিন ধ্বংস করে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ (২-এর পৃঃ ৭-এর কলামে)

যশোরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে শনিবার মাছ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছে যশোর জেলা প্রশাসন

যশোরের বাজারের

আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খাঁন পোল্ট্রি এন্ড ফিস ফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ- প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও যশোর সদর উপজেলা সিনিয়ার মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেবসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

তারিখ			তারিখ	অফিসারের অনুস্বাক্ষর	
৭			৯	১০	১১

যশোর : সোমবার
২২ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ

যশোরে তেতুলিয়া হাটের সরকারী ১ খতিয়ানের পেরিভুক্ত জমিতে দীর্ঘদিন যাবত লীজ নবায়ন না করায় রোববার সৈয়দ জাকির হাসান (সহকারী কমিশনার ভূমি) উক্ত বাজারে যেয়ে দোকান উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলে অবৈধ দখলদারগণ লীজ নবায়ন করতে রাজি হন। এসময় মোট ১০৪ জন লীজ নবায়নের জন্য আবেদন করেন। ইজারাদার এবং লীজ নবায়নকারীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলে সদর এসি ল্যান্ড সৈয়দ জাকির হাসান সকলের উপস্থিতিতে ১০৪ জনের নিকট থেকে বাংলা ১৪২৬ সনের সরকারী রাজস্ব আদায়ের মূল্য ধার্য করেন ৩,২১,০০০/- টাকা। লীজ নবায়নকারীগণ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

যশোরে ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

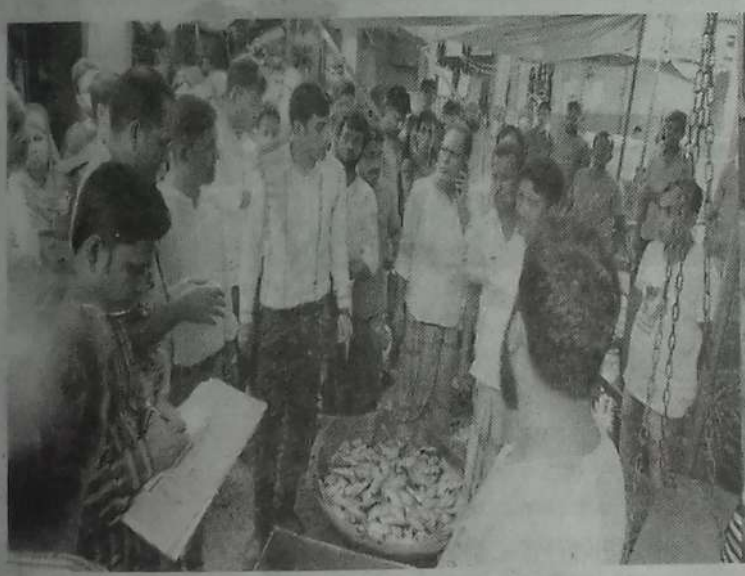

ষ্টাফ রিপোর্টার :

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে যশোরে জাতীয় মৎস্য সুরক্ষা আইন ১৯৫০ অনুযায়ী লাইসেন্স বিহীন মৎস্য খাবার বিক্রয়ের দায়ে ভ্রাম্যমান আদালত যশোরের খান পোল্ট্রী ফিড এর মোঃ সেলিম খান ও মেসার্স খন্দকার ট্রেডাস এর মালিক খন্দকার মনজুরুল হক নামক দুটি প্রতিষ্ঠান কে ৫ হাজার করে দুটি প্রতিষ্ঠান কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

এছাড়া শহরের মাছ বাজার থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রায় ৪০ কেজি আফি"কান মাগুর জব্দ করে তা ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ২৯ ধারা মোতাবেক অবৈধ পলিথিন বিক্রয় ও সংরক্ষনের দায়ে শহরের গোহাটা রোডের রামনাথ পাল, ও মোঃ বুরহান কে জরিমানা করা হয়। উক্ত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন যশোরের সদর সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হাসান, এসময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এস এম আতিকুর রহমান ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দে।

সত্যের সন্ধানে
স্পন্দন
২২ জুলাই ২০১৯
০৭ শ্রাবণ ১৪২৬
১৮ জিলকদ ১৪৪০
রেজিঃ নং-কেএন ৪৫৫
১৩তম বর্ষ, সংখ্যা ২১৪
পৃষ্ঠা ০৪ দাম ৩ টাকা
www.dailyspandan.com

১০ বছর পর যশোরের চাঁচড়া তেতুলিয়া হাটের জমি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোর সদরের চাঁচড়া তেতুলিয়া হাটে সরকারের ১২১ শতক জমি দীর্ঘ ১০ বছর বেদখল হয়ে ছিল। দখলকারীরা পাকাঘর নির্মাণ করে ব্যবসা করে আসছিল। রোববার সহকারী ভূমি কমিশনারের হস্তক্ষেপে বিষয়টির সুরাহা হয়েছে। তিনি ১০৪ জন লিজগ্রহিতার মাঝে জমি বন্দবস্ত দিয়ে সরকারের ২৭ হাজার ৩৬৬ টাকা রাজস্ব আদায় করেছেন। তেতুলিয়া হাটের ইজারা থেকে সরকারের রাজস্ব এসেছে ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা। একই সাথে সরকারের জমির উপর পাকাঘর নির্মাণ করায় ৯ জনকে নোটিশ করা হয়েছে। আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে তারা না সরলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, তেতুলিয়া হাটের ১২১ শতক জমি দীর্ঘ ১০ বছর ১০৪ জনের দখলে ছিল। এর মধ্যে ৪ জন সরকারের কাছ থেকে বন্দবস্ত নিয়ে খাজনা দিত, বাকি একশ জন অবৈধভাবে ভোগদখলে ছিল। এখন থেকে তারা প্রতিবছর রাজস্ব সরকারকে পরিশোধ করবে। আর

(৩ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

১০ বছর পর যশোরের চাঁচড়া
তেঁতুলিয়া হাটের ইজারাবাবদ আয় হয়েছে ৩ লাখ ২১ হাজার টাকা। তিনি জানান, সরকারের জমির উপর বিনা অনুমতিতে পাকাঘর নির্মাণ করায় ৭জনকে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

গ্রামের কাগজ
The Daily Gramer Kagoj
৮ পৃষ্ঠা ৪ টাকা ▫ www.gramerkagoj.com ▫ www.egramerkagoj.com দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র ৮ পৃষ্ঠার দৈনিক

সোমবার
▫ ২২ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি
▫ ৭ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা
▫ ১৮ জিলক্বদ ১৪৪০ হিজরী
▫ রেজিঃ নং কেএন ৩৯৬ ▫ যশোর
▫ ২১ তম বর্ষ ▫ ১০৮ সংখ্যা

অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ

তেঁতুলিয়া হাট থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা রাজস্ব পাবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া হাটের দীর্ঘদিন যাবত অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ে উদ্যোগ নিয়েছেন যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। রোববার বিকালে তিনি তেঁতুলিয়া হাট পরিদর্শনে যান। এ সময় তিনি হাটের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ পূর্বক সরকারি রাজস্ব আদায়ে ১শ' ৪জন ব্যবসায়ীর মধ্যে লিজ বরাদ্দ প্রদান করেছেন। যার ফলে তেঁতুলিয়া হাট থেকে বছরে সরকারি কোষাগারে জমা হবে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৩'শ ৬৬ টাকা।

এ বিষয়ে যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, যশোর সদর উপজেলার তেঁতুলিয়া মৌজায় ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত ৩৫২ নং দাগে তেঁতুলিয়া হাটের পেরিভূক্ত জায়গা দীর্ঘদিন যাবত লিজ নবায়ন হতো না। দীর্ঘদিন এই হাট ইজারা দেয়া হতো না। বর্তমানে এই হাট আবু সাইদকে ১৪২৬ সনে ৩ লাখ ২১ হাজার টাকায় ইজারা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই হাটে দীর্ঘদিন ধরে বেশকিছু অবৈধ দখলদাররা *(২-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)*

যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া হাটের রাজস্ব আদায়ে উদ্যোগ নিয়েছেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান -সমাজের কথা

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

চাঁচড়া তেঁতুলতলা হাট
খাসজমিতে পাকা ঘর নির্মাণ করায় ৭ জনকে নোটিস

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ যশোর

যশোর সদরের চাঁচড়া তেঁতুলতলা হাটে খাসজমিতে পাকা ঘর নির্মাণ করায় সাতজনকে নোটিস দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নোটিসে তাদের ৫ আগস্টের মধ্যে স্থাপনা না সরালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানানো হয়েছে। গতকাল সদর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান তাদের এ নোটিস দেন।

যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, সরকারের জমির ওপর বিনা অনুমতিতে পাকা ঘর নির্মাণ করায় সাতজনকে নোটিস দেয়া হয়েছে। তারা আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে ঘর না ভাঙলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি জানান, তেঁতুলতলা হাটের ১২১ শতক জমি দীর্ঘ ১০ বছর ১০৪ জনের দখলে ছিল। এর মধ্যে চারজন সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে খাজনা দিত। বাকি ১০০ জন অবৈধভাবে ভোগদখলে ছিল। গতকাল অবৈধ দখলে থাকা জমি ১০০ জনের মধ্যে বরাদ্দ দিয়ে ২৭ হাজার ৩৬৬ টাকা আদায় করা হয়েছে। এখন থেকে তারা প্রতি বছর একই পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে পরিশোধ করবে।

যশোরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একাধিক অভিযান

কাগজ সংবাদ ॥ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর লাইসেন্স ছাড়াই বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে তাতে ব্যবহার করা হচ্ছে নকল লোগো। বিএসটিআইয়ের নাম ও লোগো ব্যবহার করে উৎপাদনকারীরা বেশি মুনাফা লাভ করলেও প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার যশোর শহরের শংকরপুর খাজা বেকারির কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালায় যশোর জেলা প্রশাসন। দুপুর পৌনে একটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। এ সময় খাজা বেকারিতে বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে পণ্যের মোড়কে বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করায় ১৯৮৫ সালের বিএসটিআই অধ্যাদেশ এবং বিএসটিআই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৩ এর ১৯ এর ৩০ ধারা অনুসারে বেকারির স্বত্ত্বাধিকারী আরিফ রেজাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান কালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এম আবু নওশাদ,বিএসটিআইয়ের ফিল্ড অফিসার মনির হোসেন, পেশকার নাজমুল হোসাইনসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বেলা ১১টায় চৌরাস্তা অনন্যা ঘোষ ডেয়ারীতে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী কে এম আবু নওশাদ। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রির দায়ে প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী শিপন ঘোষকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বেকেল পৌনে চারটায় নতুন খয়েরতলা শাহ সুইটে অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরুফা সুলতানা। অভিযানকালে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রির দায়ে প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী আজিজুল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বেকেল চারটায় স্টেশন খয়েরতলা বাজারে শেখ ইয়াস ধাবা কনফেকশনারিতে অভিযান চালান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাউছার হামিদ। এ সময় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রির দায়ে প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী ডাবলু হোসেনকে দু' হাজার টাকা

(২-এর পৃঃ ৫-এর কলামে)

দক্ষীনাঞ্চল যশোর

যশোরে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, চার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

By **dcuchbdp** - July 20, 2019 14 0

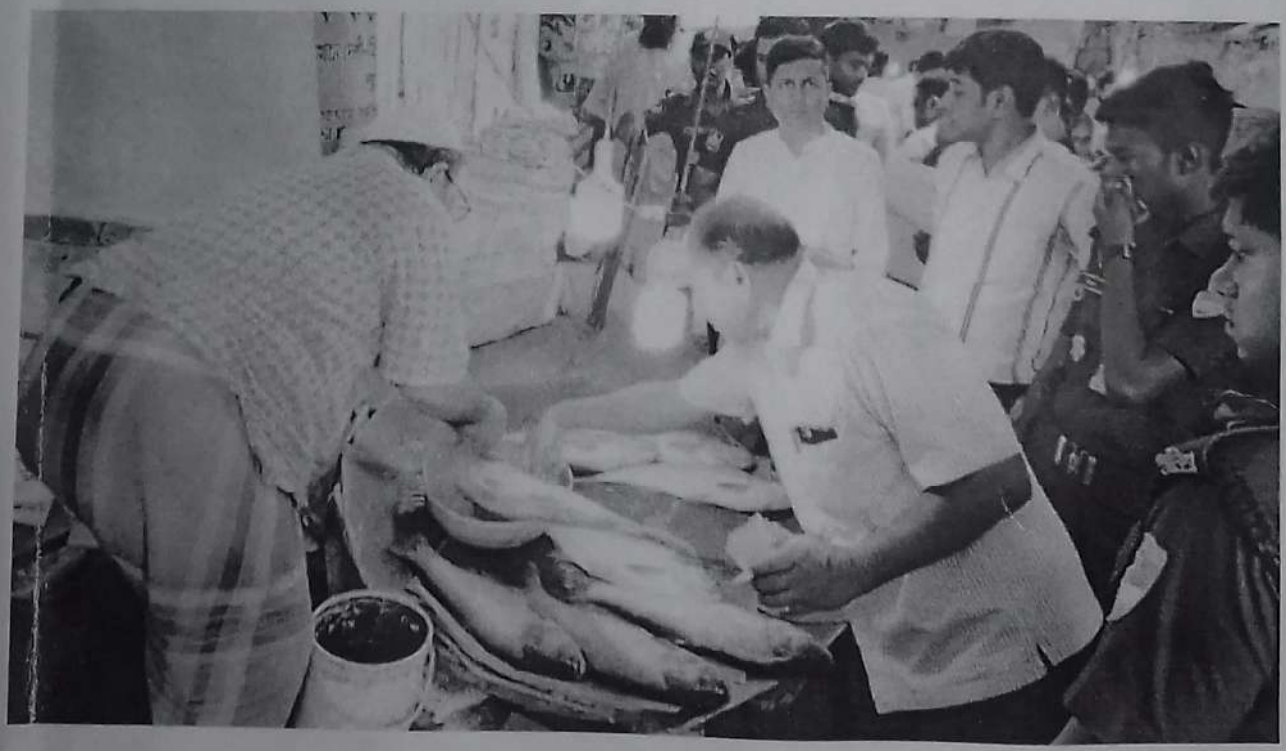

আব্দুল্যা আল মাহফুজ:
শনিবার যশোরের বিভিন্ন মাছ বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালানো হয়।অভিযানে নেতৃত্ব দেন যশোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভ'মি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হাসান। আদালত চাচড়া মাগুর পটি, শহরের গোহাটা এবং বড় মাছ বাজারে অভিযান চালান।এসময় লাইসেন্স বিহীন মাছের বিশাক্ত খাবার বিক্রি করে এমন অভিযোগে খান পল্ট্রি এন্ড ফিস ফিল্ড ও মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্স'র সত্বাধিকারীকে জরিমানা করা হয়। এছাড়া ফরমালিনযুক্ত ৬০ কেজি আফ্্িরকান মাগুর ও প্রায় ২০ কেজি পলিথিন জব্দ ও ধ্বংশ করা হয়। পলিথিন জব্দ করা হয় গোহাটা পুকুর পাড়ের রাম নাথ পাল ও বোহানের দোকান থেকে। অভিযানে মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ সকালে বকুলতলায় উচ্ছেদ অভিযান

আপডেট: 09:51:44 27/03/2019

Tweet

স্টাফ রিপোর্টার : বৃহস্পতিবার সকালে যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত ভৈরব নদের ধারে অবস্থিত দোকানপাট উচ্ছেদ করা হবে। জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল সুবর্ণভূমিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অবশ্য তার আগে বুধবার দুপুর থেকেই

শ্বাসরুদ্ধ অভিযানে ভৈরবের অবৈধ স্থাপনা সাফ

- সকাল ৯ টা ১০ মিনিটে [illegible]
- স্থাপনা ঠেকাতে দখলদারদের ছুটোছুটি
- চোখের জলে বিদায় নিলেন শতাধিক ব্যবসায়ী
- উচ্ছেদ অভিযান ৫ দিনের জন্য স্থগিত

ঃ অবশেষে ভৈরব নদীর শহর অঞ্চলে অবৈধ দখলদার ৮৫টি প্র
স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান বৃহস্পতিবার সকালে দড়াটানা সেতুস
হয়। পর্যায়ক্রমে শহরাংশের ৮৫ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হবে।

আদালতে ১১টি এবং

আদালতে ৯টি মামলা ছিল। এছাড়া পাউবো সওজ ও জেলা প্রশাসন জায়গা মিলিয়ে মোট ২৬৬টি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। তবে ওই মামলাগুলো পাউবো খারিজ করিয়ে এনেছে বলে সবশেষ তথ্য মিলেছে। আর ৭০ টি স্থাপনার ব্যাপারে কোনো মামলা নেই।

প্রকল্প : দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের গণ মানুষের দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ভৈরব নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন' প্রকল্প। ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নদী খননের কাজ শুরুর টার্গেট হাতে নেয়া হয়। খনন কাজ ১ জুলাই ২০১৭

আলোকে নদ সীমানায় ১৫১৮ অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ১১৮ অবৈধ স্থাপনার বিপরীত উচ্চ আদালতে ১১টি এবং যশোরের আদালতে ৯টি মামলা ছিল। এছাড়া পাউবো সওজ ও জেলা প্রশাসন জায়গা মিলিয়ে মোট ২৬৬টি অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। তবে ওই মামলাগুলো পাউবো খারিজ করিয়ে এনেছে বলে সবশেষ তথ্য মিলেছে। আর ৭০ টি স্থাপনার ব্যাপারে কোনো মামলা নেই।

<u>প্রকল্প</u> **:** দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের গণ মানুষের দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ভৈরব নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন' প্রকল্প। ২৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নদী

উইনার ড্রিংকিং ওয়াটারকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

লাইসেন্স নবায়ন না করে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা এবং উইনার ড্রিংকিং ওয়াটার এর পন্য এস এম বেভারেজ নামে বিক্রয়ের অপরাধে যশোর ঘোপ নওয়াপাড়া রোড এলাকার উইনার ড্রিংকিং ওয়াটার প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোক্তা অধিকার

৩য় পৃষ্ঠা ৬ কলাম

বৃহস্পতিবার ভোক্তা অধিকার আইনে উইনার ড্রিংকিং ওয়াটারকে জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান প্রতিদিনের কথা

ও নিমতলা গান্না রোড থেকে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হচ্ছেন সেলিম হক ও মিজানুর রহমান।

উইনার ড্রিংকিং

সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান এ জরিমানা আদায় করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন যশোর অফিসের সহকারী পরিচালক ওয়ালিদ বিন হাবিব।

কাগজ সংবাদ ॥ যশোর শহরের পালবাড়ি ও বিমানবন্দর সড়কের দু'জন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গ্যাস সিলিন্ডারে ওজনে কম তাদেরকে অর্ধলাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন যানবাহন চালক ও ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অঙ্কের টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী নাজিব হাসানের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পালবাড়ি এলাকার এলপি গ্যাস বিক্রির প্রতিষ্ঠান সোনালী ট্রেডার্সে অভিযান চালায়। এ সময় আদালত সিলিন্ডারে এলপি গ্যাস ওজনে কম দেয়ার প্রমাণ পান। এ অপরাধে সোনালী ট্রেডার্সের মালিক ফসিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। অপরদিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জামশেদ উল আলমের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিমানবন্দর সড়কের গ্যাস বিপনীতে অভিযান চালিয়ে এলপি গ্যাস ওজনে কম দেয়ার প্রমাণ পান। এ অপরাধে আদালত প্রতিষ্ঠান মালিক মাসুদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। সূত্র জানায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালান। এ সময় আদালত বিভিন্ন অপরাধে দুটি ট্রাক ও একটি বাসচালককে মোট ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেন। বাসচালককে জরিমানা করা হয় অতিরিক্ত যাত্রী বহনের অপরাধে। সূত্র আরো জানায়, বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরুফা সুলতানা, প্রীতম সাহা, কে এম আবু নওশাদ, মো. আবু রায়হান ও তানজিলা আক্তারের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত যশোর-নড়াইল সড়কের ঝুমঝুমপুর থেকে বাউলিয়া পর্যন্ত অভিযান চালান। এ সময় আদালত আটটি যানবাহন চালককে মোট আড়াই হাজার টাকা জরিমানা করেন। অভিযানকালে আদালতের পেশকার শেখ জালাল উদ্দীন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল সাড়ে তিনটায় বারান্দীপাড়া ঢাকা রোড এলাকায় ফুড জোন নামীয় ফাস্টফুডের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়। অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। এ সময় নিম্নমানের অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রির দায়ে ফুড জোনের স্বত্ত্বাধিকারী ইকবাল হোসেনকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে পেশকার নাজমুল হুসাইন ও আইন শৃঙ্খলা

আদালতের অভিযান

কাগজ সংবাদ ॥ যশোরে বিক্রি নিষিদ্ধ স্যাম্পল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় যশোর শহরের বঙ্গবাজারে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। এ সময় বঙ্গবাজারের বিশ্বাস ড্রাগ হাউজে বিক্রি নিষিদ্ধ স্যাম্পল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির দায়ে প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী বিপ্লব বিশ্বাসকে ১ হাজার ৫শ'টাকা জরিমানা করা হয়।

পরে বঙ্গবাজারের সাহা ফার্মেসিতেও একই অপরাধের দায়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মাদ জামসেদুল আলম প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী কামিনী সাহাকে দু' হাজার টাকা জরিমানা করেন।

অভিযানকালে ড্রাগ সুপার রেহান হাসান, পেশকার জালাল উদ্দিন, নাজমুল হুসাইনসহ আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার যশোর শহরের বঙ্গবাজারে সাহা ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে

ভ্রাম্যমাণ আদালতের

াকির হাসান। বেলা সাড়ে এগারটায় জলরোডে জি,এম ব্রাদার্সে ভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ বিস্কুট, সমাই, আইসক্রীমসহ অন্যান্য নিত্য য়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ ও ক্রির দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ াইন ২০০৯ এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী াতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী ইনতিয়াজ ালীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা রে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভিযানকালে পেশকার নাজমুল সাইনসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী াহিনীর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

পারের ঘোপ নওয়াপাড়া রোডে এএস ফুড
াতের অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপ
সৈয়দ জাকির হাসান

জেল রোডে জিএম ব্রাদার্সে
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈ

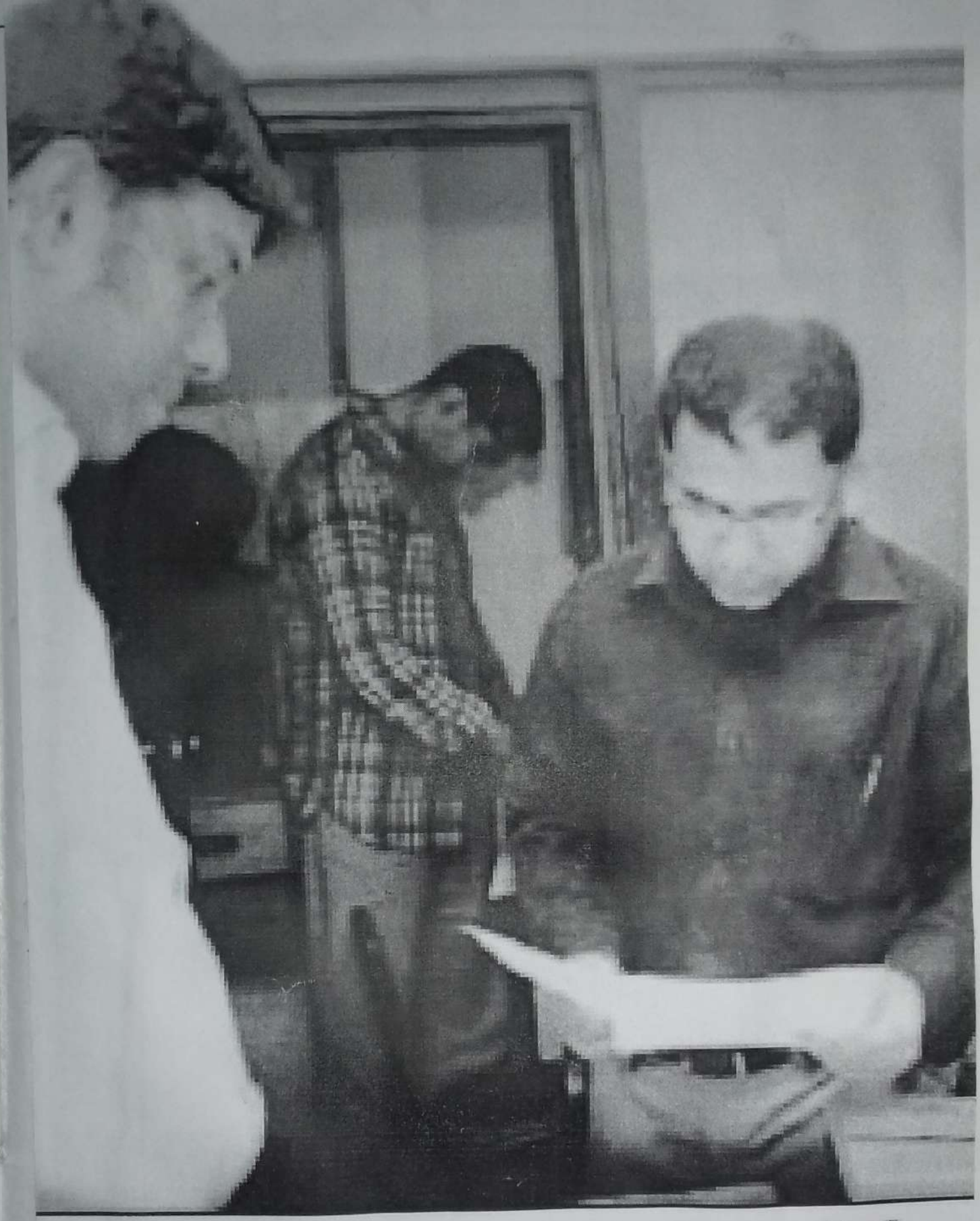

উদ্যোগে গতকাল শহরের বিভিন্ন
া করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ

বালা রোড এলাকায় ফার্মেসীতে ভ্রাম্যমান ে
শনার (ভূমি) ও নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ

ছিলেন। অভিযানে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পরিত্যক্ত ব্যাগ সহ ব্লাড, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ জব্দ করা হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নবজাতকসহ রোগীদের চিকিৎসা, নার্সসহ সাপোর্ট স্টাফদের ভুয়া কাগজপত্র সহ নানা অনিয়মের কারনে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হাসান এর সাথে ছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার-উজ-জামান, সিভিল সার্জন প্রতিনিধি ডা. আরিফসহ র‍্যাব ও পুলিশের সদস্যবৃন্দ।

এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালত উত্তরা ক্লিনিক, হাসিনা ক্লিনিক সহ আরো কয়েকটি ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা

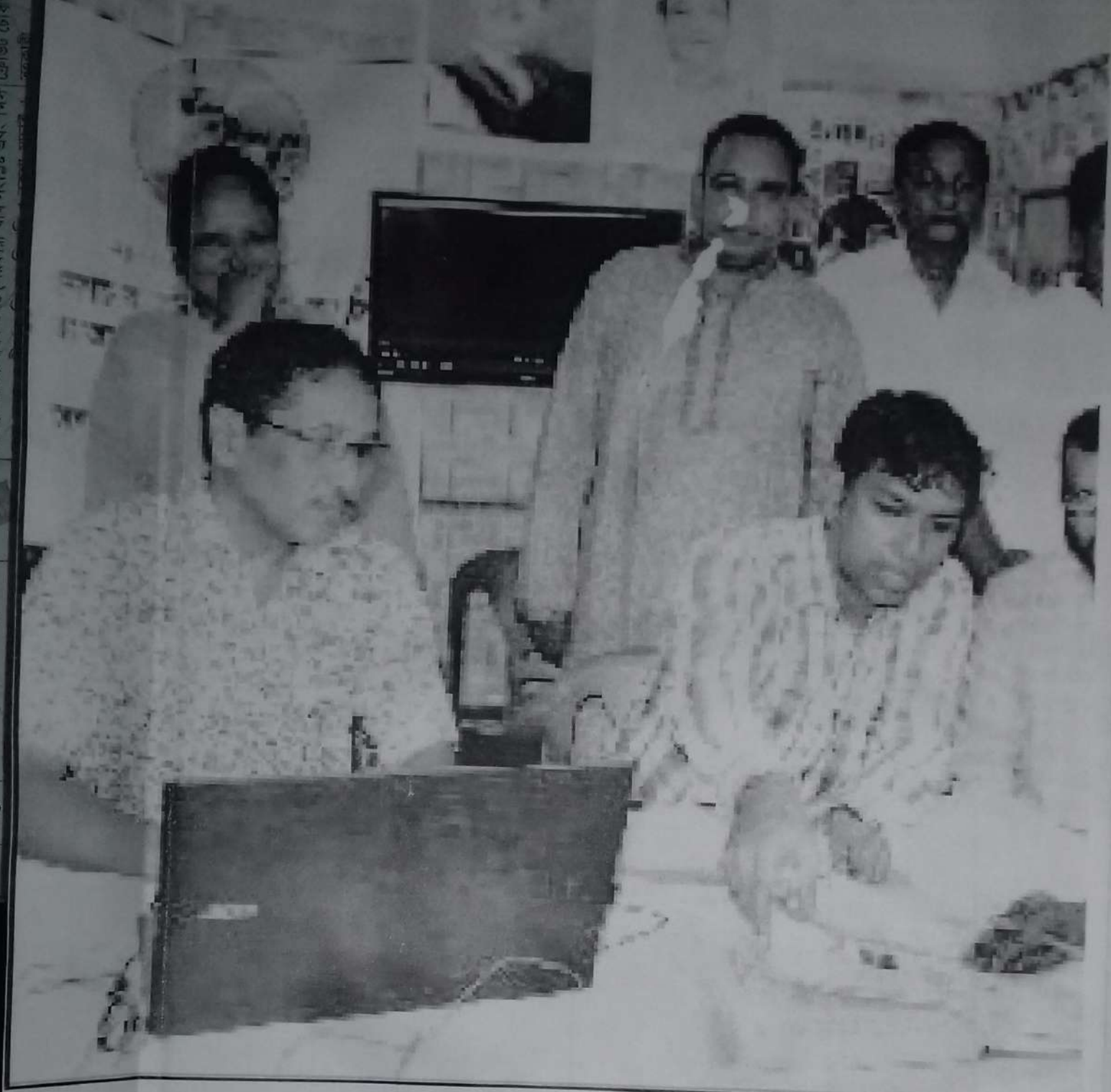

যশোর টাউন হল মাঠে উন্নয়ন মেলায় উপ
সেবা। এ কারণে জনসাধারণের ভিড় থাক

নোটিশ

অত্র অফিস চত্বরে যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ধুমপান করছে এমন ছবি তুলে উপস্থাপন করতে পারেন এবং যত্রতত্র প্লাস্টিক /প্লাস্টিক সামগ্রী/পলিথিন ছড়িয়ে আছে তার নমুনা অফিস কর্তৃপক্ষকে দেখাতে পারেন/অবহিত করতে পারেন তবে অত্র দপ্তরে তার কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
যশোর সদর , যশোর।

গ্রামের কাগজ
The Daily Gramer Kago
৮ পৃষ্ঠা ৪ টাকা ▫ www.gramerkagoj.com ▫ www.egramerkagoj.com দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র ৮ পৃষ্ঠার দৈনি

সোমবার যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজায় আদিবাসী ভূমিহীন ১১টি পরিবারের মাঝে বুঝিয়ে দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন

স্বপ্নভিটা বুঝে পেলো ১১ ভূমিহীন পরিবার

এসএম আরিফ

নীল চাষের মতোই কষ্টের নীল স্রোত প্রবাহমান ছিল তাদের ধমনীতে। বর্ণপ্রথা নামের মানবসৃষ্ট অভিশপ্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অবহেলা আর বঞ্চনা নির্মম নিয়তি হয়ে গিয়েছিল। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জুটেছে নানা সামাজিক বৈষম্য। অন্যের জমিতে দয়া-দাক্ষিণ্যে বাস করা মানুষগুলো হয়েছিলেন মানব পরগাছা। যশোর শহরের বেজপাড়ার বুনোপাড়ায় বাস করা এ সব মানুষের শাপমোচনে দেবদূত হয়ে আসেন যশোরের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আউয়াল। অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীর কাছে গিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখে আপ্লুত হয়েছিলেন মানবিক দায়বদ্ধতায়।

সে সময় তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ভূমিহীন এই এগারটি পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেবেন। চলতি বছরের ২ মে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গওহর রিজভীর হাত দিয়ে এসব পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর করেন তিনি।

যশোরের বিদায়ী জেলা প্রশাসকের দেয়া সেই প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণতা দিয়েছেন যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস ১ নম্বর খতিয়ানের আরএস ২৪৮ ও ২৫০ দাগে ৩৪ শতক জমি সরেজমিনে পরিমাপ করে এগারো পরিবারের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রাপ্তির সে অনভূতি অনূদিত হয়েছে চোখের লোনাজল আর দূহাত তোলা আশীর্বাদে।

স্বামীহারা সত্তুরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। নিজের নামে একখ- জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি; আজ তা বাস্তবতা। ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাদের। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই-কারণ ভাব যেখানে বেশি ভাষা সেখানে মূল্যহীন। সত্তুরোর্ধ সিতু রাণীর অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে এলো, 'বড় ভালো মানুষ ছিলেন তিনি'।

সিতু রাণীর মতোই আনন্দাশ্রুতে নির্বাক প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ,

(২-এর পৃঃ ২-এর কলামে)

মঙ্গলবার
▫ ২৭ আগস্ট ২০১৯ ইংরেজি
▫ ১২ ভাদ্র ১৪২৬ বাংলা
▫ ২৫ জিলহজ ১৪৪০ হিজরী
▫ রেজিঃ নং কেএন ৩৯৬ ▫ যশোর
▫ ২১ তম বর্ষ ▫ ১৪১ সংখ্যা

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪
৫-১০০ বই।

সমাজের কথা

যশোর ❑ ১১ বর্ষ ❑ ৩১২ সংখ্যা ❑ ২৭ আগস্ট ২০১৯ ❑ ১২ ভাদ্র ১৪২৬ ❑ ২৫ জিলহজ্ব ১৪৪০ ❑ ৪ পৃষ্ঠা ❑ মূল্য ৩ টাকা

www.samajerkatha.com

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ নিজের নামে একখন্ড জমি। যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার *(২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন)*

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার

ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ সরদার সকলের চোখে- মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন সোমবার যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা; পেলেন স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালীন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব।

মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল।

১২ ভাদ্র ১৪২৬, ২৫ জিল
রেজিঃ নং-কেএন৩৬৫, ২৩/্যা
৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা।
লোকসমাজ
www.loksan

যশোরের আদিবাসী ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলো স্থায়ী ঠিকানা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নিজের নামে একখণ্ড জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসী ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা, তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ্ব চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলেরচোখে আনন্দাশ্রু। সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, শুটকি রাণী সরদার, তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার, তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার, তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে, ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার, তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চান সওদাগর ও শীতল সরদার, [২-এরপাঃ ১ক. দেঃ]

বেনাপোল-পুটখালীসীমান্তে বিজিবির মতবিনিময় সভা

শার্শা (যশোর) সংবাদদাতা ॥ খুলনা-২১ বিজিবির উদ্যোগে যশোরের বেনাপোল পুটখালী সীমান্তের স্থানীয় জনগণের সাথে সীমান্তের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। [৩এর পাঃ ৪ক. দেঃ]

যশোরের আদিবাসি ভূমিহীন ১১ পরিবার গতকাল নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটিতে নিজেদের স্থায়ী জমি বুঝে নেন -লোকসমাজ

যশোরের আদিবাসী ভূমিহীন ১১

স্বামীহারা সুখসা রাণী, তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী, তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার, স্ত্রী অনিতা সরদার, অসিম সরদার, কালাচাঁদ সরদারের চোখে-মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরনো অবস্থা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত ও বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলেন ভাগ্যাকাশে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আর এস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা, পেলেন স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব।

মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িত থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত হয় 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর, দুস্থ এবং অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশ পরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়

দৈনিক নওয়াপাড়া

dainik noapara | www.dainiknoapara.com

প্রথম পাতা
যশোর :
২৭ আগস্ট ২০১৯
১২ ভাদ্র ১৪২৬
২৫ জিলহজ্ব ১৪৪০
বর্ষ ৬, সংখ্যা ঃ ১৯৫
রেজিঃ কেএন ৫১৮
মূল্য : ৩ টাকা

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তারা : নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি!

যশোরের সেই ভূমিহীন নীল শ্রমিকের বংশধরেরা পেলেন সরকারি জমি

বিশেষ প্রতিনিধি, যশোর

নিজের নামে একখণ্ড জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা- ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু। সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ সরদার সকলের চোখে-মুখে। নিজের ➲ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে

চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি! অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন গতকাল সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা; পেলেন স্থায়ী ঠিকানা। ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব। মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অন্তসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে। উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিদিনের কথা

সংবাদ সৃষ্টি করি না, পরিবেশন করি

মঙ্গলবার ২৭ আগস্ট ২০১৯ ▮ ১২ ভাদ্র ১৪২৬ ▮ ২৫ জিলহজ ১৪৪০ ▮ ৩য় বর্ষ সংখ্যা ৪১ ▮ রেজি. নং- কেএন ৫৬৫ ▮ পৃষ্ঠা ০৪ মূল্য ৩ টাকা

পিছিয়ে পড়া সেই ১১ পরিবার বুঝে পেল সরকারি জমি

■ প্রণব দাস

নিজের নামে একখণ্ড জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসী ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ্ব চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই।

>> ৩য় পৃষ্ঠা ৪ কলাম

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হোসেন সোমবা আদিবাসী পরিবারকে খাসজমি বুঝিয়ে দেন -প্র

পিছিয়ে পড়া সেই ১১ পরিবার

মুখে কোনো কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা এঁপ্তলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চান সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখলা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদারের ছেলে অসিম সরদার, কাল্যাচাঁদ সরদার সকলের চোখে-মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন তারা। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার- তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে। তারা সকলেই বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় নীলশ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেল জমির মালিকানা; পেল স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভালো মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব। অভিন্নভাষায় অন্য সকলেই একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত হয় 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর দৈনিক প্রতিদিনের কথায় প্রকাশিত হয় 'মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে চায় নীলশ্রমিকদের বংশধরেরা' শীর্ষক হতদশায় নিপতিত ওইসব মানুষের কথা।

সেই প্রতিবেদনের আলোকে নৃ-গোষ্ঠী আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের (বুনো) এ মানুষদের দুঃখগাঁথায় ব্যথিত হয়ে সরেজমিনে ২ নভেম্বর পাশে গিয়ে দাঁড়ান জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল। সেদিন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের জীবনমান উন্নয়নের। সেই প্রতিশ্রুতির আলোকে এ খাসজমি বন্দোবস্তের আওতায় এলেন এ ১১ পরিবার।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-

দৈনিক যশোর
The Daily Jessore
রেজিঃকেএন ২৩৪ ☐ ২২তম বর্ষ ☐ সংখ্যা ২৯৪ ☐ মঙ্গলবার ২৭ আগষ্ট ২০১৯

যশোরে ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নিজের নামে একখ- জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা- ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু। সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ ৩ পাতায় ৩ক: দেখুন

যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে আদিবাসি ভূমিহীন ১১ পরিবারকে বুঝিয়ে দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন -সংবাদদাতা

যশোরে ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

সরদার সকলের চোখে- মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা; পেলেন স্থায়ী ঠিকানা। ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব। মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে। উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী।

The Daily Samajer Kagoj

১২ ভাদ্র ১৪২৬ বাংলা ☐ ২৫ জ্বিলহজ ১৪৪০ হিজরী ☐ বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৯ ☐ ৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩.০০

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

স্টাফ রিপোর্টার : নিজের নামে একখণ্ড জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ সরদার সকলের চোখে- মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই ২য় পাতার ৩য় কলামে

যশোরের সেই ভূমিহীন

যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা; পেলেন স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব।

আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল।

প্রজন্মের ভাবনা

মঙ্গলবার ৬ষ্ঠ বর্ষ, সংখ্যা ২৪০ ☐ যশোর ☐ ১২ ভাদ্র ১৪২৬ ☐ ২৫ জিলহজ ১৪৪০ ☐ পাতা ৪: মু

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

প্রজন্ম রিপোর্ট

নিজের নামে একখ- জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরে জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। ম ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের (২ পৃ: ১-এর ক: দেখুন)

সহকারী কমিশনার জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে আদিবাসি ভূমিহীন ১১ পরিবারকে বুঝিয়ে দেন -প্রজন্মের ভাবনা

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার

মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ সরদার সকলের চোখে-মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের সদয় নির্দেশনায় নীল শ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেলেন জমির মালিকানা; পেলেন স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব।

মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল।

দৈনিক কল্যাণ

www.dainikkalyan.com

THE DAINIK KALYAN

রেজি. ন.কে এন ১৯৬
যশোর ঃ ৩৫ বর্ষ ঃ ১৮২ সংখ্যা
মঙ্গলবার ঃ ১২ ভাদ্র ১৪২৬
ইয়ামুস সলুসা ঃ ২৫ জিলহজ ১৪৪০
Tuesday : 27 August 2019
৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৩.০০ টাকা

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার বুঝে পেলেন সরকারি জমি

কল্যাণ রিপোর্ট : যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আর এস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমির মালিকানা বুঝে পেলেন ভূমিহীন হতদরিদ্র ১১ পরিবার।

যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় সোমবার সকালে পরিমাপ করে তাদের নীল শ্রমিক বংশধদের এ জমি বুঝিয়ে দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন।

নিজের নামে একখ- জমি ! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসি ভূমিহীন নীল শ্রমিকের বংশধরেরা, তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সন্তরোর্ধ চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ (৩য় পাতায় ২-এর কলামে)

যশোরের সেই ভূমিহীন ১১ পরিবার

সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদার ও অসিম সরদার, কালাচাদ সরদার সকলের চোখে- মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমি। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার তারা নানা বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাপিত জীবন পার হচ্ছে যাদের, তারা এবার আশার আলো দেখলো ভাগ্যাকাশে।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল) খুব ভাল মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব।

আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

দেশের খবর

ঢাকা ॥ বুধবার, ৩ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ই-নামজারিতে বদলে গেছে যশোর ভূমি অফিস

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ জমি কেনার পর নামপত্তন নিয়ে মানুষের ভোগান্তির শেষ ছিল না এতদিন। ভূমি অফিসে গিয়ে ঘুষ দিয়ে তারপর নামপত্তন করতে হতো। মানুষের ভোগান্তিও ছিল চরমে। কিন্তু সেদিন আর নেই। যশোর সদর ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু হওয়ায় মানুষের ভোগান্তি কমে গেছে। ঘরে বসেই সবকিছু জানতে পারছে এসএমএসরে মাধ্যমে। ডিজিটাল যুগের সুবিধা পেতে শুরু করেছে মানুষ।

যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের সফিয়ার রহমান। ছয় বছর আগে ৩১ শতক জমি কিনেছিলেন। সেই জমির নামপত্তন ছিল না। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে তিনি জানতে পারেন অনলাইনে নামপত্তনের আবেদন করা যায়। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করেন তিনি। এরপর চারধাপে মোবাইল ফোনে ম্যাসেজের (এসএমএস) মাধ্যমে জানতে পারেন কাজের অগ্রগতি। সর্বশেষ এসএমএস পেয়ে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে গ্রহণ করেন নামপত্তনের কাগজ। সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে একটি টাকাও দিতে হয়নি। ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের হয়রানি ছাড়াই ২৮ কর্মদিবসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খুশি সফিয়ার রহমান। তার মতো আরেকজন সেবাগ্রহীতা সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের কামাল হোসেন।

ক্রয়সূত্রে ১৪ শতক জমির মালিক। নামপত্তনের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করেন। তিনিও ভোগান্তি ছাড়াই সহজেই সেবা পেয়েছেন। শুধু সফিয়ার রহমান কিংবা কামাল হোসেন নয়, ১৯ মাসে যশোর সদর উপজেলায় অনলাইনে নামজারির সেবা পেয়েছেন ১৮ হাজার ২৯১ জন। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব এনেছে ই-নামজারি পদ্ধতি। জেলার মডেল সদর উপজেলার ই-নামজারি কার্যক্রম সফল হওয়ায় চলতি বছরের জুলাই মাসে বাকি সাত উপজেলায় চালু করা হয়েছে। যশোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, ২০১৭ সালের নবেম্বর মাসে এই উপজেলায় অনলাইনে নামজারির আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম ই-নামজারি চালু হয়। গত ১৯ মাসে এ উপজেলায় ই-নামজারির আবেদন জমা পড়েছে ১৯ হাজার ৮১৮টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৮ হাজার ২৯১টি আবেদন। ২০১৭ সালের নবেম্বর থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত আবেদন পড়েছিল ৮ হাজার ৫৭২টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭ হাজার ৮০৩টি। ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ১১ হাজার ২৪৬টি আবেদন জমা পড়ে। নিষ্পত্তি হয়েছে ১০ হাজার ৪৮৮টি আবেদন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে গড়ে এক হাজারের বেশি আবেদন পড়েছে। অনলাইনে আবেদন নেয়ায় মানুষের ভোগান্তি লাঘব হয়েছে। জানা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক

ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের দৌরাত্ম্য কমেছে

পরিচালিত ই-মিউটেশন (নামপত্তন) সেবা চালু করা হয়। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে নির্ধারিত দুই শ' টাকা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। এরপর সেই অনলাইন আবেদন ও নথিপত্র চলে যায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদনের জন্য। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদন হয়ে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে চলে যায় শুনানির জন্য। শুনানি শেষে সরকার নির্ধারিত এক হাজার ১৫০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়। প্রত্যেকটি ধাপেই সেবাগ্রহীতাকে টেলিটকের ১৬৩৪৫ নম্বর থেকে এসএমএস দেয়া হয়। শেষ ধাপে ই-নামজারির তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সর্বোচ্চ ২৮ কার্যদিবসের মধ্যেই আবেদন নিষ্পত্তি হয়। এসএমএস পেয়ে আবেদনকারী উপজেলা ভূমি অফিস থেকে নামপত্তনের কাগজ সংগ্রহ করতে পারেন। এতে আগের মতো ঘাটে ঘাটে ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়েছে। উপকারভোগী শহরতলীর শেখহাটি এলাকার রুহুল আমিন বলেন, সাড়ে তিন কাঠা জমি কিনেছি। জমির নামপত্তনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন করেছিলাম। নির্ধারিত ফি'র বাইরে কোন টাকা দিতে হয়নি। মোবাইলে এসএমএস'র মাধ্যমেই কাজের অগ্রগতি জেনেছি। দ্রুত কাজ হওয়ায় ভোগান্তি কমেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নামজারি হওয়ায় দুর্নীতি কমেছে। ভেকুটিয়া গ্রামের বদর উদ্দিন বলেন, বর্তমান এসিল্যান্ড জাকির হাসান স্যারের চেষ্টায় দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। ভোগান্তি ছাড়াই সহজে মিলছে সেবা। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা এসএম আরিফুজ্জামান বলেন, গ্রামে বসে ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা পাচ্ছেন সাধারণ নাগরিক।

ভূমি অফিসে গেলে অচেনা লোকের কাছে সেবা নিতে হয়রানি হতে হতো। আমরা গ্রামবাসীর পরিচিতজন। আমাদের সেবামূল্য নির্ধারিত। সে কারণে বাড়তি টাকা গচ্চা দিতে হয় না। প্রতিটি অনলাইন আবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করে দেয়া হয়- যে কারণে তাদের অর্থের সঙ্গে সময়ও বেঁচে যাচ্ছে। নওয়াপাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা সেলিম রেজা জানান, ই-নামজারি চালু হওয়ায় সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। সদর উপজেলা ভূমি অফিসের ভূমি-বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোক্তা আমিন মাহমুদ বাবু বলেন, আগে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের খপ্পরে পড়ত। এখন সেই সুযোগ নেই। সেবাগ্রহীতার ভোগান্তি কমেছে। অর্থ ও সময়ও সাশ্রয় হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শফিকুল ইসলাম বলেন, ই-নামজারি চালু করায় হাতের নাগালে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সহজেই সাধারণ মানুষ আবেদন করছে। ভোগান্তি ছাড়াই পাচ্ছে সেবা। এতে দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম সফল হওয়ায় জেলার অন্য উপজেলাগুলোতেও চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ই- নামজারিতে বদলে গেছে যশোর ভূমি অফিস

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস।

ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের দৌরাত্ম্য কমেছে

সম্পাদক, মু দ্রাকস্থ প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসু (এম এ খান মাসু),উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্ব সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকন্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকন্ঠ লি: থেকে মু দ্রিত প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্য লয়:জনকন্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।।
Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

বজ্র কলম
The Weekly Bazzrokolom
বর্ষ ❑ ১৫তম সংখ্যা ❑ সোমবার ❑ ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ ইংরেজি ❑ ১৬ মাঘ ১৪২৪ বাং

যশোর সদর সহকারি কমিশনার (ভূমি)র হস্তক্ষেপে তিন কোটি টাকা মূল্যের সরকারি সম্পত্তিতে অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ যশোর শহরের যশোর-খুলনা মহাসড়কের পাশে বকচর এলাকায় অবৈধভাবে সরকারি সম্পত্তিতে বাড়ি নির্মাণের চেষ্টা সংবাদ সাপ্তাহিক বজ্রকলম পত্রিকায় প্রকাশ হলে ঐ জমি সম্পর্কে অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছিল। ৮৮ নং বকচর মৌজায় এসএ ১৮৮ নং খতিয়ানের সাবেক দাগ ৪০৫ এর ১৫ শতক জমির এসএ রেকর্ডীয় মালিক ভোলানাথ রায়। বর্তমান আরএস রেকর্ড বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ১/১ খতিয়ানে রেকর্ড হয়। উক্ত খতিয়ানের বাকি অংশ ৪০৬ দাগে জমি মৃত হালিমুন নেছা, স্বামী মতিউর রহমান, সাং-বকচরের নামে রেকর্ড হয়। রেকর্ডকৃত জমিতে অবৈধভাবে মৃত ইমান আলীর ছেলে ইসলাম হোসেন জাল-জালিয়াতি কাগজপত্রের মাধ্যমে একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে বহু টাকা লোন নিয়ে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করলে তৎকালীন এডিসি (রাজস্ব) আসাদুল হক জানতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ডকে তদন্তপূর্বক উক্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয় এবং ২ বছর সময় (২-এর পৃষ্ঠা দেখুন)

যশোর সদর সহকারি কমিশনার (ভূমি)র

কাজটি বন্ধ থাকার পরে আবারও ভূমিদস্যু ইসলাম জমিটি চারিপাশ ঘিরে রাতের অন্ধকারে আবারও নির্মাণ শুরু করেন। বিষয়টি বর্তমান যশোর সদর উপজেলা সহকারী কর্মকর্তার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসানের গোচরভূত হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গত বুধবার নির্মাণ কাজ আবারও বন্ধ করে দেন। এ বিষয়টি সম্পর্কে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মহোদয়কে লিখিতভাবে তিনি বিষয়টি অবহিত করেছেন। এলাকাবাসী বলেন নির্মাণ কাজ বন্ধ করলে হবে না তা উচ্ছেদ করতে হবে। তা না হলে আবারও রাতের আঁধারে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং সম্পত্তিটি নিজেদের বলেই দখলদাররা দাবি করবেন। তাই জেলা প্রশাসকের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন উচ্ছেদ করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিটি সরকারের নিজ হেফাজতে নিতে।

ক্রমিক নম্বর	আবেদ... তারি...	উপরস্থ অফিসে দাখিলের তারিখ
১	২	৬

রেজিস্ট্রেশন-ডিএ ৫৯৬, ৩৪ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা

দক্ষিণাঞ্চলের সংবাদপত্র

বৃহস্পতিবারের

এখন দুর্নীতিমুক্ত

যশোর থেকে শেখ দিনু আহমেদ

অবশেষে যশোর সদর ভূমি অফিস থেকে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলা হয়েছে। ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে ফিরে এসেছে স্বস্তি। এসিল্যান্ড হিসেবে সৈয়দ জাকির হাসান যোগদান করার পর দুর্নীতি বন্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেন। এতে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে দেখা দিয়েছে চাপা ক্ষোভ। কাজেই অল্পদিনেই এসিল্যান্ড সাধারণ জনগণের কাছে নন্দিত হয়েছেন।

◀◀ ৭ পৃষ্ঠায় ৫ম কলাম দেখুন

যশোর সদর

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, দীর্ঘদিন যাবৎ যশোর সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। এখানে যখন যে এসিল্যান্ড এসেছেন তখন তার দুর্নীতির শিকার হয়েছেন সদর উপজেলার সাধারণ জনগণ। ঐসব দুর্নীতিবাজ এসিল্যান্ডদের ধারাবাহিক অপকর্মের পথ ধরেই অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে বড় কর্তা পর্যন্ত ঘুষের নেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠেন। কাজেই এ অফিসটি ঘুষ-দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকেন পৌরসভাসহ সদর উপজেলার হাজার হাজার মানুষ। অবশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গত বছরের ১৯ অক্টোবর যশোর সদরে এসিল্যান্ড হিসেবে সৈয়দ জাকির হাসান যোগদান করেন। এখানে যোগদানের পর তিনি দুর্নীতি বন্ধে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। তার দুর্নীতি বিরোধী কঠোর মনোভাবের কারণে কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী জোটবদ্ধ হয় এবং তাকে তাড়ানোর জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীরাই সদর ভূমি অফিস থেকে অন্যত্র বদলি হয়েছেন। আর সততার কারণে সৈয়দ জাকির হাসান কর্মস্থলেই বহাল রয়েছেন।

সূত্রমতে, যশোর পৌরসভাসহ সদর উপজেলার ১৩টি ভূমি অফিস থেকে প্রতি মাসে নাম পত্তনের জন্য ৭ থেকে ৮শ আবেদন জমা পড়ে। এর আগের এসিল্যান্ডেদের সময়ে প্রতিটি নাম পত্তন কেসের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ৫ থেকে ১০ হাজার আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায় করতেন। অর্থাৎ তৎকালীন সময় এ অফিসের অধীনে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ঘুষ আদায় হতো ৩০ থেকে ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ বছরে শুধুমাত্র নাম পত্তনের ক্ষেত্রে সদর ভূমি অফিসের অধীনে সর্বনিম্ন ঘুষ লেনদেন হতো সাড়ে ৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া মিস কেস, অর্ডারশিট ও নাম পত্তনের নকল সরবরাহের ক্ষেত্রেও ধার্য রেটে ঘুষ আদায় করা হতো। মাসের শেষ ঘুষের এসব টাকার বড় অংকটি যেতো এসিল্যান্ডের পকেটে। আর বাদবাকি টাকা নিতো পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নাজির, কাননগো ও পিয়নরা। কিন্তু এসিল্যান্ড হিসেবে সৈয়দ জাকির হাসান যোগদানের পর থেকে তার কঠোর নির্দেশে চিরাচরিত ঘুষ আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এতে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন ঘুষখোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তারা বর্তমান এসিল্যান্ডকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই বিতাড়িত হয়েছেন। এ ব্যাপারে যশোর পৌরসভার পশ্চিম বারান্দিপাড়ার বাসিন্দা মোশারফ হোসেন জানান, আমি জমির নাম পত্তন করতে দিয়েছিলাম সেটি যথাসময়ে পেয়েছি, আগের মতো ৫/১০ হাজার টাকা ঘুষ দেয়া লাগেনি। দালাল চক্রেরও কোনো পাত্তা নেই এখন। সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের ছাত্তার মোড়ল জানান, আমার জমির নাম পত্তন করেছি তাতে আমার খরচ হয়েছে ১ হাজার ৪২০ টাকা। সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়নের জঙ্গল বাধাল গ্রামের খন্দকার মনিরুজ্জামান জানান, সম্প্রতি আমার জমির নাম পত্তন করেছি তবে আগের মতো এখন আর অতিরিক্ত টাকা গোনা লাগছে না। নাম পত্তন করতে আমার মোট খরচ হয়েছে ১ হাজার ৪২০ টাকা। এব্যাপারে এসিল্যান্ড জাকির হাসান জানান, আমার বিরুদ্ধে যে যাই ষড়যন্ত্র করুক না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যতোদিন এখানে থাকবো ততোদিন কঠোরহস্তে দুর্নীতি বন্ধ করা হবে। তিনি জানান, সরকারি নিয়মে একটি নাম পত্তনে আবেদন ফি ২৫০ টাকা, কোর্ট ফি ২০ টাকা এবং ডিসিআর বাবদ ১১৫০ টাকা লাগে। এর বাইরে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী টাকা পয়সা নিলে প্রমাণ সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
বৃহস্পতিবার ঢাকা ■ নভেম্বর ২৩, ২০১৭ । অগ্রহায়ণ ৯, ১৪২৪

পাল্টে যাচ্ছে যশোর উপজেলা ভূমি অফিসের চিত্র

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ যশোর

পাল্টে যাচ্ছে যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের চিরাচরিত চিত্র। অনিয়ম, দুর্নীতিরোধ ও জনগণের হয়রানি বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন সদ্য যোগ দেয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে বন্ধ করা হয়েছে নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে আবেদন করতে হবে এবং ওই কেন্দ্র থেকেই পাওয়া যাবে পর্চা ও ডিসিআর কপি। একই সঙ্গে সব ইউনিয়ন তহশিল অফিসে বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স। আর কোনো অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত শেষে নেয়া হবে ব্যবস্থা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতো। এ অফিসে কোনো কাজ করতে হলেই গুনতে হয় টাকা। আবেদন করা থেকে কয়েক ধাপে টাকা নেয়া হয় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে। বিশেষ করে নামপত্তন বা নামজারির আবেদনকে পুঁজি করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল এ অনিয়ম ও দুর্নীতি। সহকারী ভূমি কমিশনার সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, 'নামপত্তন বা নামজারি নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে আবেদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভূমি অফিসের কর্মচারীদের সম্পর্কে ছেদ টানা হয়েছে। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র অনলাইনে এ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এরপর ভূমি অফিস যাবতীয় কাজ শেষ করে পর্চা ও ডিসিআরের কপি ওই কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে এবং সেবাগ্রহীতা তা গ্রহণ করবেন। এজন্য সরকার নির্ধারিত ফি ১ হাজার ১৫০ টাকার সঙ্গে সেবাকেন্দ্রকে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ২৫০ টাকা দিতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে এখন থেকে সেবাগ্রহীতা সরকারি ফি ১ হাজার ১৫০ টাকা নিজেই ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'আমার অফিসে বা তহশিল অফিসে সেবাগ্রহীতাদের দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। আমাদের কাজ আমরা নিয়মানুযায়ী করে দেব। ভূমি অফিসকে জনবান্ধব করতে এ অফিসসহ ১৩টি ইউনিয়ন তহশিল অফিসেই বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স।'

অফিস সূত্র জানায়, অভিযোগ বাক্স বা ভূমি অফিসের নির্ধারিত সেলফোন নম্বরে অভিযোগ করলেই দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরই মধ্যে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। এছাড়া একটি রেজিস্ট্রার বই প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে কেউ অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে সেলফোন নাম্বার দিলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সহকারী কমিশনার নিজেই তাকে ফোন দেবেন।

এদিকে নতুন ভূমি কর্মকর্তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেবাগ্রহীতারা। রাজিয়া বেগম নামে এক সেবাগ্রহীতা বলেন, 'নতুন এ কর্মকর্তা আসার তিন মাস আগে আবেদন করেছিলাম। কিছু ভুল হওয়ায় ফের আবেদন করি। এখনো নামজারির কাগজপত্র পাইনি। তবে আজ শুনলাম নামজারির আবেদন পৌরসভায় করলে সময়মতো কাগজপত্র পাওয়া যাবে। সেটা হলে ভোগান্তি কমে আসবে।'

সদর উপজেলা ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত কিছু পরিবর্তনও আনা হবে জানিয়ে সৈয়দ জাকির হাসান বলেন, 'পুরনো জরাজীর্ণ ভবন ও কিছু গাছ নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিগগিরই দরপত্র আহ্বান করা হবে।'

জমি মিউটেশন

এসিল্যান্ডই যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি

এস এম আরিফ ॥ ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে সেবা সহজীকরণের গল্প। উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় ক্রমাগত বদলে যাওয়া বাংলাদেশে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন হয়েছে জনগণের প্রশাসন। সেই দিন বদলের গল্পে সংযোজিত হলো আরেকটি নন্দিত উদ্যোগ। যশোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান শুরু করেছেন গ্রামে বসে নামজারী বিষয়ক গণশুনানী। মঙ্গলবার সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের পাঁচবাড়ীয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে এই স্বপ্নযাত্রা ডানা মেলেছে।

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিস সেবা গ্রহিতাদের নামজারির জন্যে সব প্রক্রিয়া এখন অনলাইনে। 'জরুরি ভিত্তিতে নামজারি করার জন্যে এ কার্যালয়ে কোনো আবেদন বা তদবির গৃহিত হয় না'। সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ ধরনের নোটিশ ঝুলিয়েছেন অনেক আগেই। উপজেলা ভূমি অফিস কিংবা ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে ই নামজারির সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চলে গেছে ডিজিটাল সেন্টারে। আর তদবীর ! করার চেষ্টাতো দূরে থাক সে কথা উচ্চারণ করাও মানা। কোনো সুযোগ নেই এখন, সব অনলাইনে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত ই-মিউটেশন সেবা চালুকরণ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সেই পদক্ষেপকেই তিনি দৃশ্যমান করেছেন নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগে। এখন নামজারির জন্যে সেবা গ্রহিতাকে চারটি ধাপ পার করতে হচ্ছে। প্রথমত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে আবেদন। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইন আবেদন ও নথিপত্র যাচ্ছে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রতিবেদনের জন্যে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রতিবেদন হয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাছে যাচ্ছে শুনানী করতে। শুনানী শেষে সোনালী ব্যাংক বাজার শাখায় চলতি হিসাব নম্বর ২৩১৬৮০২০০০৪২৮ এ সরকার প্রদত্ত ফি ১১শ'৫০ টাকা জমা দেয়া শেষ ধাপ। চারটি ধাপের জন্যে সেবা গ্রহিতা টেলিটক থেকে ১৬৩৪৫ কোড নম্বরে পাবেন চারটি এসএমএস। যাতে থাকছে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা।

কিন্তু অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ায় ভোগান্তি কমলেও থেকে যাচ্ছিল যান্ত্রিক বিড়ম্বনা। মোবাইল ফোনে এসএমএস গেলো কি গেলো না অনেকেই সেটা গুরুত্বের

(২-এর পৃঃ ৫-এর কলামে)

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান নিয়েছেন আরেক নন্দিত উদ্যোগ। নিজ অফিসের চেয়ার ছেড়ে তিনি এ সেবা সহজীকরণে চলে যাচ্ছেন ইউনিয়ন পর্যায়ে। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ করে সেবা গ্রহিতাদের খবর দিয়ে জড়ো করে গ্রামে বসেই তিনি বাদী বিবাদীদের ডেকে কেস নিষ্পত্তি করে দিচ্ছেন। যে মহতী কাজের যাত্রা শুরু হয়েছে মঙ্গলবার যশোর সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের পাচবাড়ীয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে। মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান ১শ'৫৬ টি নামজারি নথি নিয়ে কাজ শুরু করেন। যেখানে ৯৮ জন শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। আগামী ১১ মে সোমবার সকাল নয়টা থেকে আবার বসবেন কেস নিষ্পত্তির জন্যে।

গ্রামে বসে নামজারির কেস নিষ্পত্তিতে আসা আড়পাড়া গ্রামের মৃত মোজাহার আলীর ছেলে জসিম উদ্দিন নওয়াপাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা সেলিম রেজার কাছ থেকে খবরটি পেয়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না আসলে হচ্ছেটা কী। ইউনিয়ন থেকে অনলাইন আবেদন সম্পন্ন করেছিলেন সেটা হয়ত হতে পারে কিন্তু নিজ এসি রুমের চেয়ার ছেড়ে জৈষ্ঠ্যের খরতাপে খোদ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসবেন কেস নিষ্পত্তি করতে সেটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু খবর পেয়ে নথিপত্র নিয়ে এসে দেখেন আসলেই ঘটনা সত্যি।

জসিম উদ্দিনের মতো বিস্ময় নিয়েই এসেছিলেন খোঁজারহাট গ্রামের লিটন হোসেনর স্ত্রী রত্না বেগম। নামজারির ৪৯৬৯ নং কেসের বাদী ছিলেন তিনি। সেবা পেয়ে তিনিও আবেগ আপ্লুত। সালিয়াট গ্রামের মৃত হানিফ গাজীর ছেলে আনিসুর রহমান কেস নং ৫০৩৩, উপশহরের শহীদুল্লাহর স্ত্রী শামসুন্নাহার কেস নং ৬০৪৩, অরফ নওয়াপাড়া থেকে ৫০৯৮ নং কেস নিয়ে আসা শংকর দাসের ছেলে চঞ্চল দাস সেবা পেয়ে অভিভূত।

তৃণমূল পর্যায়ে নামজারি বিষয়ক গণশুনানী কর্মসূচি সম্পর্কে সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা সেলিম রেজা জানান, প্রতিনিয়ত জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। গ্রামের মানুষকে সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলে আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয়।

গত বছরের ১৫ নভেম্বর যশোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদান করেন সৈয়দ জাকির হাসান। ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু করেন স্বপ্নের পথে পদযাত্রা। মিশন একটাই ই- মিউটেশন। আবেদন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অনলাইন পদ্ধতি চালু করেন তিনি। কাজটা বলা যত সহজ, করা ততটা সহজ না। ভূমি অফিস মানে দুর্নীতির আতুড় ঘর। সেখানে ঘাটে ঘাটে অপেক্ষমান মধ্যস্বত্তভোগীরা। তাদের সাথে যুক্তি করলেই মুক্তি। স্যারের সাথে হটলাইন কিংবা সহজে করিয়ে দেয়ার টোপ গিলিয়ে পকেট খালি করার দক্ষ লোকের আনাগোনা। বাইরের এ সব লোকের সাথে আছে ঘরের শত্রু বিভিষণদের সখ্যতা। দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সে সখ্যতার দেয়াল ভাঙা আর সুবিধাবাদীদের পদচারণা সরিয়ে ভূমি সেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে শুরু করেন কর্মযজ্ঞ। নিজের অফিসে বন্ধ করে দেন আবেদন গ্রহণ। সব আবেদন হবে তৃণমূল থেকে। যাতে সেবা গ্রহিতাকে কষ্ট করে উপজেলা ভূমি অফিসে এসে ধর্ণা দিতে না হয়।

যশোর সদর উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন, ১৩টি তহশীল আর ২শ'৪৭টি মৌজা নিয়ে যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিস। সৈয়দ জাকির হাসান যশোর সদর উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে যোগদানের পরের দিন ই-মিউটেশন চালু করেন। প্রথম তিনি ইউনিয়ন পর্যায়ে আবেদন নিশ্চিত করেন। এরপর ১৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন নিশ্চিত করেন। সর্বশেষ ২৫-৩০ দিনের মধ্যে নামপত্তন নিশ্চিত করছেন এসিল্যান্ড। পূর্বে যেখানে একটি আবেদনের শুনানীর তারিখ পড়তো তিন হতে পাঁচ মাস পর। বর্তমানে শুনানী এবং প্রতিবেদন প্রদানে লাগছে ২০-৩০ দিন। নিষ্পত্তি সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে।

মিক
ম্বর
১

স্পন্দন

২২/১১/১৭

দৃষ্টিপাত

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে ইতিবাচক পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিস মানেই ঘুষ আর হয়রানির জায়গা। এমনই তিক্ত অভিজ্ঞতা সেবাগ্রহীতাদের। কিন্তু সেই চিরাচরিত চিত্র পাল্টানোর উদ্যোগ নিয়েছেন নতুন ভূমি কর্মকর্তা। অনিয়ম, দুর্নীতিরোধে ভূমি অফিস থেকে ইতিমধ্যে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে করতে

(২ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন)

নামাজের ওয়াক্তের সময়

ফজর শুরু	০৪-৫৩
যোহর	১১-৫১
আছর	০৩-৪৯
মাগরিব	০৫-৩০
এশা	০৬-৪৩

ফজর শেষ : ০৬-১৭ মি.

দিনের ছড়া

মানবতার কথা বলে
ওদের পাশে রয়,
মিছেমিছি মায়া করে
কীসের জানি ভয়।
পাশে থাকার কথা বলে
সময় করে পার,
চীন রাশিয়া ভারত নেপাল
কয় না কথা আর।

যশোর সদর উপজেলা ভূমি

হবে আবেদন এবং ওই কেন্দ্র থেকেই পাওয়া যাবে পরচা ও ডিসিআর কপি। একইসঙ্গে সব ইউনিয়ন তহশিল অফিসে বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স। আর কোনো অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত শেষে নেওয়া হবে ব্যবস্থা। নতুন ভূমি কর্মকর্তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেবাগ্রহীতারা।

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিস সাধারণ মানুষের কাছে হয়রানি, ভোগান্তি ও অনিয়মের এক নাম। যেখানে কোনো কাজ করতে হলেই গুণতে হয় টাকা। আবেদন করা থেকে কয়েক ধাপে টাকা নেওয়া হয় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে। বিশেষ করে নামপত্তন বা নামজারির আবেদনকে পুঁজি করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল অনিয়ম ও দুর্নীতি। সেবা গ্রহীতাদের তথ্য মতে, কোনো কাজে গেলেই দায়িত্বরতরা আজ কাল করে দিনের পর দিন ঘোরাতেন। একপর্যায়ে সেবাগ্রহীতাই নিজে থেকে কিছু উৎকোচ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে ঝড়ের বেগে শুরু হতো কাজ। সেইসঙ্গে ছিল দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের অফিসে লাগামহীন অনুপস্থিতি ও কাজ না করার মানসিকতা। এতে করে নির্ধারিত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করে নিতে পারতেন না তারা।

ভূমি অফিসের চিরচারিত এ চিত্র ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলে মনে করেন সদ্য যোগদান করা সহকারী কমিশনার সৈয়দ জাকির হাসান। গত ১৯ অক্টোবর যোগদানের পরের দিনই ভূমিবিষয়ক প্রশিক্ষণে ঢাকায় চলে যান এ কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণ শেষে গত ৫ নভেম্বর তিনি অফিস শুরু করেছেন। শুরুতেই অফিসের ভাবমূর্তি রক্ষায় হাত দিয়েছেন তিনি। প্রথমেই সরকারি নির্দেশনায় ভূমি অফিস থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া।

সহকারী ভূমি কমিশনার সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, 'নামপত্তন বা নামজারি নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে ভূমি অফিসের কর্মচারীদের সম্পর্কে ছেদ টানা হয়েছে। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র অনলাইনে এ আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। এরপর ভূমি অফিস যাবতীয় কাজ শেষ করে পরচা ও ডিসিআরের কপি ওই কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে এবং সেবা গ্রহিতা তা গ্রহণ করবে। এজন্য সরকার নির্ধারিত ফি এক হাজার ১৫০ টাকার সাথে সেবাকেন্দ্রকে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ২৫০ টাকা প্রদান করতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে এখন থেকে সেবাগ্রহিতা সরকারি ফি এক হাজার ১৫০ টাকা নিজেই ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, আমার অফিসে বা তহশিল অফিসে সেবাগ্রহীতাদের দৌড়ঝাঁপ করতে হবে না। আমাদের কাজ আমরা নিয়মানুযায়ী করে দেবো। ইতিমধ্যে ভূমি অফিস থেকে আবেদন ফেরত দিয়ে সেবাগ্রহীতাদের ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবাকেন্দ্রে যেতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব করতে এ অফিসসহ ১৩টি ইউনিয়ন তহশিল অফিসেই বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স। সেইসাথে টাঙানো হবে ১৩টি ফেস্টুন, যেখানে সচেতনতামূলক তথ্য ও মোবাইল, অভিযোগ দেওয়ার তথ্য তুলে ধরা হবে। অফিস সূত্র জানায়, অভিযোগ বাক্স বা ০১৭৭৭৩৪০৮১৬ নম্বরে অভিযোগ করলেই দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি রেজিস্টার বই করা হয়েছে। যেখানে কেউ তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে ফোন নাম্বার দিলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সহকারী কমিশনার নিজেই তাকে ফোন দিয়ে থাকেন। সহকারী কমিশনার বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার সময় দুই হাজারের অধিক পেন্ডিং ফাইল পেয়েছি। ৫ নভেম্বর কাজ শুরু করে ইতিমধ্যে এক হাজার ফাইলের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করতে পারবো। এরপর আর ফাইল জমবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আর জট না থাকলে ভোগান্তিও থাকবে না বলে মনে করছেন এই কর্মকর্তা। সৈয়দ জাকির হাসান বলেন, 'সদর উপজেলা ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত কিছু পরিবর্তনও আনা হবে। পুরনো জরাজীর্ণ ভবন ও কিছু গাছ নিলামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিগগির দরপত্র আহ্বান করা হবে। সেইসাথে নির্মাণ করা হবে নিরাপত্তা দেয়াল। তিনি জানান, সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য তিনি সবার সহায়তা কামনা করেন।

এদিকে নতুন ভূমি কর্মকর্তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেবাগ্রহীতারা। শহরের বেজপাড়া মেইন রোড এলাকার মৃত কবির আহমদের স্ত্রী জাহানারা বেগম জানান, গত প্রায় এক বছর আগে নামজারির আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও তা হাতে পায়নি। অফিসে গেলেই বলা হয়, কর্মকর্তা এখন ফাইলে সই করছেন না। যেকারণে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

রাজিয়া বেগম নামে একজন বলেন, নতুন এ কর্মকর্তা আসার তিন মাস আগে আবেদন করেছিলাম। কিছু ভুল হওয়ায় ফের আবেদন করি। এখনো নামজারির কাগজপত্র পাইনি। তবে আজ শুনলাম নামজারির আবেদন পৌরসভায় করলে সময়মতো কাগজপত্র পাওয়া যাবে। সেটা হলে ভোগান্তি কমে। সালাম হোসেন নামে অপর একজন জানান, আগের অফিসারের কক্ষে যাওয়া যেত না। বর্তমান অফিসারের কাছে গিয়ে সমস্যা জানালে তিনি সহায়তা করেন। অনেক সময় নানা সমস্যায় জর্জরিতদের কাজ দ্রুততার সঙ্গে করেও দেন।

মিতু মল্লিক নামে এক সেবাগ্রহীতা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে থাকেন। বাড়িতে ফিরে জমির কিছু কাজ নিয়ে ভূমি অফিসে আসেন। প্রবাসী হওয়ার সুবাদে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত নয়দিনের মধ্যে তার কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছেন বর্তমান ভূমি কর্মকর্তা। এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সব ভূমি অফিসে এমন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থাকলে জনভোগান্তি যাদুঘরে যাবে।

কায়-নেজারত শাখা-০৫ ৪৪ ৪১০০ ০০৭ ০১ ০২৭.১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে ইতিবাচক পরিবর্তন

আপডেট: 06:47:30 19/11/2017

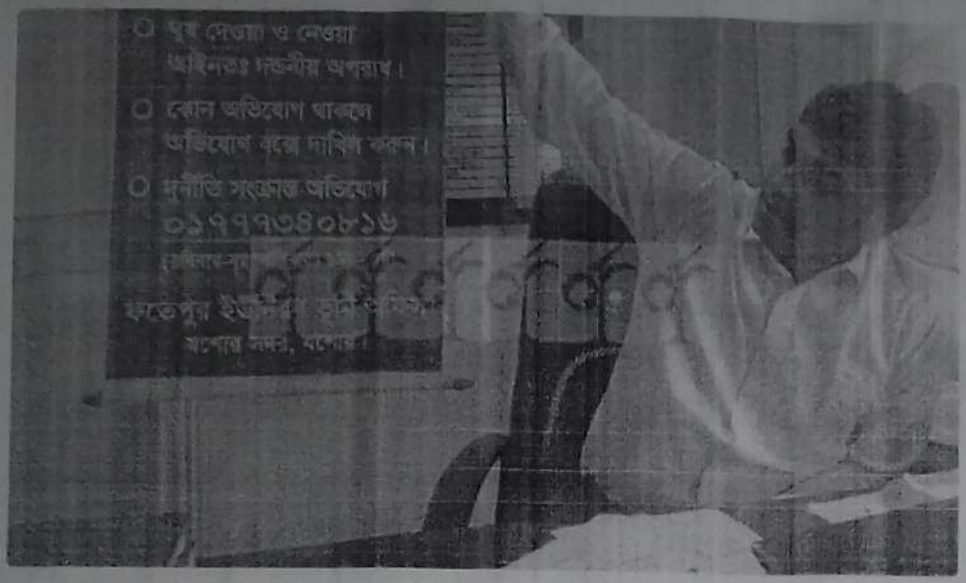

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের চিরাচরিত চিত্র পাল্টানোর উদ্যোগ নিয়েছেন নতুন ভূমি কর্মকর্তা।

অনিয়ম, দুর্নীতিরোধে ভূমি অফিস থেকে ইতিমধ্যে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে করতে হবে আবেদন এবং ওই কেন্দ্র থেকেই পাওয়া যাবে পরচা ও ডিসিআর কপি। একইসঙ্গে সব ইউনিয়ন তহশিল অফিসে বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স। আর কোনো অভিযোগ পেলেই দ্রুত তদন্ত শেষে নেওয়া হবে ব্যবস্থা। নতুন ভূমি কর্মকর্তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেবাগ্রহিতারা।

যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিস সাধারণ মানুষের কাছে হয়রানি, ভোগান্তি ও অনিয়মের এক নাম। যেখানে কোনো কাজ করতে হলেই গুণতে হয় টাকা। আবেদন করা থেকে কয়েক ধাপে টাকা নেওয়া হয় সেবাগ্রহিতাদের কাছ থেকে। বিশেষ করে নামপত্তন বা নামজারির আবেদনকে পুঁজি করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল অনিয়ম ও দুর্নীতি।

সেবা গ্রহিতাদের তথ্য মতে, কোনো কাজে গেলেই দায়িত্বরতরা আজ কাল করে দিনের পর দিন ঘোরাতেন। একপর্যায়ে সেবাগ্রহিতাই নিজে থেকে কিছু উৎকোচ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে ঝড়ের বেগে শুরু হতো কাজ। সেইসঙ্গে ছিল দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের অফিসে লাগামহীন অনুপস্থিতি ও কাজ না করার মানসিকতা। এতে করে নির্ধারিত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করে নিতে পারতেন না তারা।

ভূমি অফিসের চিরচারিত এ চিত্র ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলে মনে করেন সদ্য যোগদান করা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। গত ১৯ নভেম্বর যোগদানের পরের দিনই ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণে ঢাকায় চলে যান এ কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণ শেষে গত ৫ নভেম্বর তিনি অফিস শুরু করেছেন। শুরুতেই অফিসের ভাবমূর্তি রক্ষায় হাত দিয়েছেন তিনি। প্রথমেই সরকারি নির্দেশনায় ভূমি অফিস থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া।

সহকারী ভূমি কমিশনার সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, 'নামপত্তন বা নামজারি নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে ভূমি অফিসের কর্মচারীদের সম্পর্কে ছেদ টানা হয়েছে। এখন থেকে ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র অনলাইনে এ আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। এরপর ভূমি অফিস যাবতীয় কাজ শেষ করে পরচা ও ডিসিআরের কপি ওই কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে এবং সেবা গ্রহিতা তা গ্রহণ করবে। এজন্য সরকার নির্ধারিত ফি এক হাজার ১৫০ টাকার সাথে সেবাকেন্দ্রকে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ২৫০ টাকা প্রদান করতে হবে। স্বচ্ছতার স্বার্থে এখন থেকে সেবাগ্রহিতা সরকারি ফি এক হাজার ১৫০ টাকা নিজেই ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'আমার অফিসে বা তহশিল অফিসে সেবাগ্রহিতাদের দৌঁড়ঝাপ করতে হবে না। আমাদের কাজ আমরা নিয়মানুযায়ী করে দেবো। ইতিমধ্যে ভূমি অফিস থেকে আবেদন ফেরত দিয়ে সেবাগ্রহিতাদের ইউনিয়ন ও পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্রে যেতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।'

'এখানেই শেষ নয়, সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব করতে এ অফিসসহ ১৩টি ইউনিয়ন তহশিল অফিসেই বসানো হচ্ছে অভিযোগ বাক্স। সেইসাথে টাঙানো হবে ১৩টি ফেস্টুন। যেখানে সচেতনতামূলক তথ্য ও মোবাইলে অভিযোগ দেওয়ার তথ্য তুলে ধরা হবে।'

অফিস সূত্র জানায়, অভিযোগ বাক্স বা ০১৭৭৭৩৪০৮১৬ নম্বরে অভিযোগ করলেই দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

সহকারী কমিশনার বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার সময় দুই হাজারের অধিক পেন্ডিং ফাইল পেয়েছি। ৫ নভেম্বর কাজ শুরু করে ইতিমধ্যে এক হাজার ফাইলের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করতে পারবো।'

এরপর আর ফাইল জমবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আর জট না থাকলে ভোগান্তিও থাকবে না বলে মনে করছেন এই কর্মকর্তা।

সৈয়দ জাকির হাসান বলেন, 'সদর উপজেলা ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত কিছু পরিবর্তনও আনা হবে। পুরনো জরাজীর্ণ ভবন ও কিছু গাছ নিলামের প্রক্রিয়া করা হয়েছে। শিগগির দরপত্র আহ্বান করা হবে। সেই সাথে নির্মাণ করা হবে নিরাপত্তা দেয়াল।'

তিনি জানান, সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে জনবান্ধব করতে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য তিনি সবার সহায়তা কামনা করেন।

এদিকে নতুন ভূমি কর্মকর্তার এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সেবাগ্রহিতারা। রাজিয়া বেগম নামে একজন বলেন, 'নতুন এ কর্মকর্তা আসার তিন মাস আগে আবেদন করেছিলাম। কিছু ভুল হওয়ায় ফের আবেদন করি। এখনো নামজারির কাগজপত্র পাইনি। তবে আজ শুনলাম নামজারির আবেদন পৌরসভায় করলে সময়মতো কাগজপত্র পাওয়া যাবে। সেটা হলে ভোগান্তি কমে।'

সালাম হোসেন নামে অপর একজন জানান, আগের অফিসারের কক্ষে যাওয়া যেত না। বর্তমান অফিসারের কাছে গিয়ে সমস্যা জানালে তিনি সহায়তা করেন। অনেক সময় নানা সমস্যায় জর্জরিতদের কাজ দ্রুততার সঙ্গে করেও দেন।

হিতু মল্লিক নামে এক সেবাগ্রহিতা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে থাকেন। বাড়িতে ফিরে জমির কিছু কাজ নিয়ে ভূমি অফিসে আসেন। প্রবাসী হওয়ার সুবাদে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত নয়দিনের মধ্যে তার কাজটি সম্পন্ন করে দিয়েছেন বর্তমান ভূমি কর্মকর্তা। এতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সব ভূমি অফিসে এমন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা থাকলে জনভোগান্তি জাদুঘরে যাবে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ অফিসে সেবাগ্রহিতাদের বসা বা পানি পানের সমস্যা রয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি একটি পানির জার অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ভূমি কর্মকর্তা আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন এবং সেটি সেবাগ্রহিতাদের জন্য চালু করায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

গ্রামের কাগজ

The Daily Gramer Kag

৮ পৃষ্ঠা ৪ টাকা ▫ www.gramerkagoj.com ▫ www.egramerkagoj.com দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র ৮ পৃষ্ঠার দৈ

বুধবার যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের মণ্ডলগাতি গ্রামের মুক্তেশ্বরী নদীর অবৈধ পাটা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন

ছবি : এম.এ মানিক

দখলমুক্ত হলো মুক্তেশ্বরী

নদী পাড়ের মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ

কাগজ সংবাদ ॥ অবশেষে দখলমুক্ত হলো যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের মুক্তেশ্বরী নদী। নদীর দু'পাড়ের হাজারো মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বুধবার সকাল দশটা থেকে বিকেল পর্যন্ত নদীর বুকে পাঁচটি স্থানে থাকা পাটা উচ্ছেদ করেই কর্মকর্তারা। তারা একইসাথে মুক্তেশ্বরী নদীকে উন্মুক্ত ঘোষণা করেন। পাটা উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান।

সকাল দশটায় আরবপুর ইউনিয়ন পরিষদ মোড়ের খেয়াঘাট থেকে পাটা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মৎস্য ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে খেয়াঘাট ব্রিজের পশ্চিম পাশ থেকে এ উচ্ছেদ শুরু হলে এলাকাবাসী তাতে অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় দফায় পাটা উচ্ছেদ করা হয় মণ্ডলগাতি গ্রামের অংশ থেকে। ম-লগাতি- বিপতেঙ্গালী গ্রামের মধ্যকার বৃহৎ এ পাটা উচ্ছেদের সময় দু'পাড়ে উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়। এখানেও উচ্ছেদ কর্মী আর এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত হয় দখলের নিশানা অবৈধ পাটা। এরপর উচ্ছেদ অভিযান চলে নদীর উজান বালিয়া ভেকুটিয়া অংশে। এখানে বালিয়া ভেকুটিয়া বাজার, শ্মশানপাড়া এবং বাঁশবাড়ীয়া শেষ অংশে পাটা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পাটার সাথেই সেখান থেকে অপসারণ করা হয় ব্যক্তি মালিকানায় তৈরি করা হয় সীমানাও। দু'জায়গায় উচ্ছেদ করা পাটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে

(২-এর পৃঃ ৪-এর কলামে)

দখলমুক্ত হলো মুক্তেশ্বরী

দেয় প্রশাসন।

মুক্তেশ্বরী নদীতে অবৈধ পাটা উচ্ছেদ সম্পর্কে যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী তরুণ হুসাইন বলেন, অবৈধ দখলদাররা মোট পাঁচটি অংশে পাটা দিয়ে মাছ চাষ করে আসছিল। ফলে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধের পাশাপাশি এলাকাবাসীরও ক্ষতি হচ্ছিল। আজ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে নদী অবমুক্ত করা হয়েছে।

সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব বলেন, মুক্তেশ্বরী নদী একটি উন্মুক্ত ও প্রবাহমান জলাশয়। নদীর মুক্ত প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি মৎস্য আইনের পরিপন্থী। পাটা উচ্ছেদ করে নদী দখলমুক্ত করে উন্মুক্ত করা হয়েছে। মৎস্য চাষ ও মৎস্যজীবীদের কল্যাণে নদীর ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

উচ্ছেদ অভিযান বিষয়ে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই মুক্তেশ্বরী নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রস্তাব তৈরির কাজ চলছিল। এরই মধ্যে পাটা দেয়ার বিষয়ে গত কয়েকমাস ধরেই এলাকাবাসীর ধারাবাহিক অভিযোগ আসছিল। বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে নিশ্চিত হয়ে তাতক্ষণিকভাবে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অবহিত করি। দু'জনই অচিরেই এই পাটা অপসারণের করার নির্দেশ দেন। তাদের নির্দেশনায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানের সময় এলাকাবাসী ইজারা দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সৈয়দ জাকির হাসান বলেন, মুক্তেশ্বরী নদী অবশ্যই উন্মুক্ত। কোনো লিজ কার্যক্রম চলমান নেই। বর্তমানে এখানে মাছের অবাধ বিচরণ থাকবে। জনসাধারণ অবাধে মাছ ধরতে পারবে। কেউ বাধা প্রদান করলে প্রশাসনকে অবহিত করার পরামর্শ দেন তিনি। অবৈধ পাটা উচ্ছেদের পর এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। উচ্ছেদ অভিযানের জন্যে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

The Daily Gramer Kagoj

বৃহস্পতিবার

☐ ৮ আগস্ট ২০১৯ ইংরেজি
☐ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা
☐ ৬ জিলহজ ১৪৪০ হিজরী
☐ রেজিঃ নং কেএন ৩৯৬ ☐ যশোর
☐ ২১ তম বর্ষ ☐ ১২৫ সংখ্যা

মডেল হতে পারে যশোরের ভূমি বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টার

কাগজ সংবাদ ॥ মা আর মাটি দেশেরই প্রতিশব্দ। মাটির সাথে যাদের সখ্যতা তাদের মাটির মানুষ মনে করলেও দেশের নাগরিকদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোহাতে হতো মাটি বা ভূমি বিষয়ক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে। এক সময় ভূমি অফিস মানেই ছিল নাগরিক ভোগান্তির এক যন্ত্রণার নাম। নাগরিক সমস্যাকে পুঁজি করে গড়ে উঠে এক শ্রেণির টাউট আর দালাল চক্র। অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারীর যোগসাজশে টাউট দালালদের দখলেই থাকতো ভূমি সেবা। ডিজিটাল বাংলাদেশ মানেই রূপান্তরেই গল্প। সরকারের নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ আর ডিজিটাল সেবা প্রদান পদ্ধতি গ্রহণের ফলে বদলে যেতে থাকে সেবা প্রদানের চিরাচরিত দৃশ্য। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রসারণ হতে থাকে উদ্ভাবনী কর্মকা-। স্থানীয় পর্যায়ে এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগের কারণে সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে সেবা প্রদান। তেমনি একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ যশোর সদর উপজেলা ভূমি বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টার। প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০ জন সেবা গ্রহণ করছেন এই সেন্টার থেকে। অনলাইন মিউটেশন আবেদন, অর্ডার শিট, মিসকেস,

(২-এর পৃঃ ৬-এর কলামে)

মডেল হতে পারে

কোর্ট ফি, নথি অনুসন্ধান, ফরম, ফরম পূরণ, ফটোকপিসহ এক ছাতার তলে সব ভূমিসেবা আর তথ্য পেয়ে খুশি সেবাগ্রহীতারা। সরকারের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ সফল মডেলে গড়ে ওঠা এই সার্ভিস সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা উমেদারী প্রথা। উমেদারীর বদলে ই-সার্ভিস সেন্টারে তৈরি হচ্ছে উদ্যোক্তা। চলতি বছরের মে মাস থেকে চালু হওয়া ই-সার্ভিস সেন্টারের উদ্ভাবনী এ উদ্যোগটি সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

সেবা নিতে আসা যশোর শহরের শংকরপুর এলাকার রেজাউল করিম জানান,এক সময় ভূমি অফিসে আগত গ্রহীতাদের সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হতেন কোন সেবা কোথায় পাওয়া যাবে বা সেবা পেতে কার কাছে যেতে হবে এটা জানতে গিয়ে। ব্যস্ততার বাহানায় কিছু অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারী তাদেরকে অগ্রাহ্য করতেন। যদিও দ্বারে দ্বারে ঘুরে সঠিক জায়গায় পৌছাতেন তখন তাদের জন্যে বিড়ম্বনা ছিল সেবামূল্য না জানা। অজ্ঞতার অজুহাতে যে যেভাবে পারতো বাড়তি অর্থ হাতিয়ে নিতেন। এসব প্রচলিত গল্প এখন অতীত প্রায়। ডিজিটাল সেবা প্রদান পদ্ধতির কারণে বন্ধ হয়ে গেছে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য।

সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের রোকেয়া বেগম বলেন, এখন সেবা নিতে এসে সেবার সাথে ভালো ব্যবহার পাচ্ছি এটা অনেক আনন্দের। সেবা নিতে আগত সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের মোস্তাফিজুর রহমান, পুলিশ লাইন এলাকার মোকসেদুর রহমান, প্রভাত কুমারসহ উপস্থিত সকলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় একই শব্দ।

সদর উপজেলা ভূমি অফিসের ভূমি বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোক্তা আমিন মাহমুদ বাবু বলেন, এই সেন্টার থেকে আমরা ভূমি বিষয়ক সব ধরনের সেবা ও তথ্য দিচ্ছি। এখান থেকে অনলাইনে মিউটেশনের আবেদন করতে ২শ' টাকা, অর্ডার শিট ফি ৪৫ টাকা, মিসকেস ফি ২৫, কোর্ট ফি ২০ টাকা, ফটোকপি প্রতিপৃষ্ঠা ১.৫০ টাকা হারে সেবামূল্য নিচ্ছি। এক সময় নিজের কাজের নিশ্চয়তা ছিল না; কিন্তু এখন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসানের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে আমার সাথে মেহেদী হাসান, কামরুল হাসান, আসাদুজ্জামান নয়ন ও নাসিম রেজাসহ মোট পাঁচজনের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৫০ থেকে ৬০ জন সেবা গ্রহণ করছেন আমাদের সেন্টার থেকে। দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতের সাথে সাথে নিশ্চিত হয়েছে আমাদের কর্মসংস্থান।

সম্প্রতি যশোর সদর উপজেলার শতভাগ অনলাইন ই-মিউটেশন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে আসেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো.আসাদুজ্জামান। এ সময় তিনি সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের ভূমি বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপসচিব আসাদুজ্জামান বলেন, ডিজিটালি সেবা প্রদানের নানা উদ্যোগ গ্রহণের ফলে নাগরিক কম খরচে, কম সময়ে,হয়রানিমুক্ত সেবা পাচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-মিউটেশন পদ্ধতি চালু করার পর থেকেই বদলে গেছে ভূমি সেবার চিত্র। আগে প্রায়শ নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অজুহাতে সেবাগ্রহীতাকে দিনের পর দিন ঘোরাতো কিছু অসাধু কর্মচারী। ই-মিউটেশনের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে মিসিং ফাইল অজুহাত। এখন ইলেকট্রিক্যাল আবেদনের কারণে আবেদন নম্বর দিয়ে সহজেই খুঁজে বের করা যায় নথির সর্বশেষ অবস্থা। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কারণে এখন আর সুযোগ নেই সেবা বিলম্বিত করার। এর সাথে ভূমিকর হিসেব সহজতর করার প্রক্রিয়া চলমান আছে। অচিরেই এ সেবাটিও নাগরিকের হাতের মুঠোয় চলে যাবে। এর ফলে না বোঝার কারণে জনসাধারণের কাছ থেকে ভূমি করের নামে বাড়তি টাকা আদায়ের অনৈতিক কর্মকা- বন্ধ হয়ে যাবে।

ভূমি বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম সর্ম্পকে তিনি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত শুভ উদ্যোগটি সাধুবাদযোগ্য। টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগ সবখানে ছড়িয়ে দিলে নাগরিক সেবা সহজতর হবে।

দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা যশোর বরাবরই ডিজিটাল কর্মকা-ের সূতিকাগার। দেশের প্রথম ভূমিসেবা বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারটির কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে দেশের সব ভূমি অফিসে এমনটাই প্রত্যাশা সুধিজনের।

মাটির গন্ধে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প,টাউট বাটপারের মাথায় হাত পড়ার মতো। যুগে যুগে মাটির মানুষগুলোকে ঠকিয়ে যারা নিজের পেট মোটা করছিল তারা আজ নিজেরাই দিশেহারা হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আজ শুধুমাত্র পাঁচজন বদলে দিল যশোর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের দালাল দৌরাত্ম্য। আগে নামপত্তন আবেদন তৈরি হতো দালাল মারফত। যেমন ধরুন কেউ আবেদন করতে আসলে বলা হতো 'ভাই আগে শুনি দূরত্ব কত তারপর না আবেদন।' অর্থাৎ দূরত্ব বুঝে ডি সি আর বাদে অর্থ লেনদেন। বর্তমান অবস্থা দূরত্ব যতই হোক আবেদন অনলাইনে একদম সোজা। উদ্যোমী তরুণ পাঁচজন সহকারী কমিশনার (ভূমি),যশোর এর কাছ থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শিখে নিয়ে সাধারণ মানুষের দূরত্ব,সময়, শ্রম ও অর্থ কমিয়ে ই-নামজারী জনপ্রিয় করে তুলল। আজ মাত্র ২৮ দিনে নামপত্তন, তিনদিনে অর্ডারশিট, সাতদিনে মিসকেসসহ কোর্টফি,ফটোকপি ইত্যাদি সংক্রান্ত জটিলতা মাত্র ৫০ থেকে দুশ' টাকার মধ্যেই মাত্র পাঁচ মিনিটেই সমাধান হচ্ছে। এখন ভূমি অফিস আর দূর্ভোগের জায়গা নয়, যেমন সহযোগী মনোভাবাপন্ন সহকারী কমিশনার (ভূমি) তেমনি তারুণ্যের উদ্যমী চেতনা সবকিছু মিলে সত্যিই অনেক কিছুর প্রথম ডিজিটাল যশোর ভূমি সেবায়ও এগিয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব ডিজিটাল গতিতে।

১৯ মহররম ১৪৪১
রেজিঃ নং-কেএন ৪৫৫
১৩তম বর্ষ, সংখ্যা ২৬৯

স্পন্দন : বুধবার সাতক্ষীরায় শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গুড়পুকুর মেলা। এই মেলায় হিন্দু নরনারীরা সেই বটতলায় পূজা অর্চনা করতে ব্যস্ত

ই-নামজারি চালু : বদলে গেছে যশোর সদর ভূমি অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক

জমি কেনার পর নামপত্তন নিয়ে মানুষের ভোগান্তির শেষ ছিল না এতো দিন। ভূমি অফিসে গিয়ে ঘুষ দিয়ে তারপর নামপত্তন করতে হতো। মানুষের ভোগান্তিও ছিল চরমে। কিন্তু সেই দিন আর নেই। যশোর সদর ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু হওয়ায় মানুষের ভোগান্তি কমে গেছে। ঘরে বসেই সবকিছু জানতে পারছে এসএমএস-এর মাধ্যমে। ডিজিটাল যুগের সুবিধা পেতে শুরু করেছে মানুষ। যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের সফিয়ার রহমান। ছয় বছর আগে ৩১ শতক জমি কিনেছিলেন। সেই জমির নামপত্তন ছিল না। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে তিনি জানতে পারেন অনলাইনে নামপত্তনের আবেদন করা যায়। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করেন তিনি। এরপর চারধাপে মোবাইল

১৯ মাসে নিষ্পত্তি ১৮ হাজার ২৯১ আবেদন

(২ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন)

ই-নামজারি চালু : বদলে গেছে

ফোনে ম্যাসেজের (এসএমএস) মাধ্যমে জানতে পারেন কাজের অগ্রগতি। সর্বশেষ এসএমএস পেয়ে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে গ্রহণ করেন নামপত্তনের কাগজ। সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে একটি টাকাও দিতে হয়নি। ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের হয়রানি ছাড়াই ২৮ কর্মদিবসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খুশি সফিয়ার রহমান। তার মতো আরেকজন সেবাগ্রহিতা সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের কামাল হোসেন। ক্রয়সূত্রে ১৪ শতক জমির

য় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক নেত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ছেন কৈলাশ

সুরে সুরে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে বিশ্ব শান্তি দিবসে এ বিশেষ কনসার্টের আয়োজন করা হচ্ছে।'

গানবাংলা টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ফারজানা মুন্নি জানান, আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় কনসার্টটি সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। কেবলমাত্র আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিরাই এটি উপভোগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন ভারতীয় উপস্থাপিকা শিনা চৌহান।

দেশি-বিদেশী মিউজিশিয়ানদের সমন্বিত অংশগ্রহণে 'উইন্ড অব চেঞ্জ'-এর মাধ্যমে দেশিয় সংগীতকে অন্যমাত্রায় নিতে চেয়েছে গান বাংলা টেলিভিশন'। গানের মাধ্যমে শান্তি অন্বেষণের জন্যই 'মিউজিক ফর পিস' শ্লোগানের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তারা।

গানবাংলা টিভির এমন উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠানটির দুই কর্ণধার তাপস ও মুন্নি সম্প্রতি অর্জন করেছেন 'মাদার তেরেসা আন্তর্জাতিক পুরস্কার-২০১৮' ও ভারতের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা 'দাদা সাহেব ফালকে এক্সেলেন্সি অ্যাওয়ার্ড ২০১৮।

ঠে একঝাঁক

ছিলেন, খোরশেদ আলম, রবিউল ইসলাম। আগামী রোববার ২য় সেমিফাইনালের জন্য লড়াই করবে বাগেরহাট ও চুয়াডাঙ্গা ফুটবল একাদশ।

ঢাকায় আসছেন রানু মন্ডল

এ তথ্য জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ছবিতে গান গাইতে চলেছেন এ লতাকণ্ঠী গায়িকা। সে জন্য তিনি পাসপোর্টও করতে দিয়েছেন। কলকাতার রুবির মোড়ে অবস্থিত পাসপোর্ট অফিসে দেখা গেছে তাকে। সেখান থেকে জানা যায় তিনি

টাকা দিতে হয়নি। মোবাইলে এসএমএস'র মাধ্যমেই কাজের অগ্রগতি জেনেছি। দ্রুত কাজ হওয়ায় ভোগান্তি কমেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নামজারি হওয়ায় দুর্নীতি কমেছে। ভেকুটিয়া গ্রামের বদর উদ্দিন বলেন, বর্তমান এসিল্যান্ড জাকির হাসান স্যারের চেষ্টায় দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। ভোগান্তি ছাড়াই সহজে মিলছে সেবা। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা এসএম আরিফুজ্জামান বলেন, গ্রামে বসে ডিজিটাল

ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করেন। তিনিও ভোগান্তি ছাড়াই সহজেই সেবা পেয়েছেন। শুধু সফিয়ার রহমান কিংবা কামাল হোসেন নয়, ১৯ মাসে যশোর সদর উপজেলায় অনলাইনে নামজারির সেবা পেয়েছেন ১৮ হাজার ২৯১ জন। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব এনেছে ই-নামজারি পদ্ধতি। জেলার মডেল সদর উপজেলার ই-নামজারি কার্যক্রম সফল হওয়ায় চলতি বছরের জুলাই মাসে বাকি সাত উপজেলায় চালু করা হয়েছে।

যশোর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, ২০১৭ সালের নবেম্বর মাসে এই উপজেলায় অনলাইনে নামজারির আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম ই-নামজারি চালু হয়। গত ১৯ মাসে এ উপজেলায় ই-নামজারির আবেদন জমা পড়েছে ১৯ হাজার ৮১৮টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৮ হাজার ২৯১টি আবেদন। ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত আবেদন পড়েছিল ৮ হাজার ৫৭২টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭ হাজার ৮০৩টি। ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ১১ হাজার ২৪৬টি আবেদন জমা পড়ে। নিষ্পত্তি হয়েছে ১০ হাজার ৪৮৮টি আবেদন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে গড়ে এক হাজারের বেশি আবেদন পড়েছে। অনলাইনে আবেদন নেয়ায় মানুষের ভোগান্তির লাঘব হয়েছে।

জানা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত ই-মিউটেশন (নামপত্তন) সেবা চালু করা হয়। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে নির্ধারিত দুইশ টাকা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। এরপর সেই অনলাইন আবেদন ও নথিপত্র চলে যায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদনের জন্য। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদন হয়ে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে চলে যায় শুনানির জন্য। শুনানি শেষে সরকার নির্ধারিত এক হাজার ১৫০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়। প্রত্যেকটি ধাপেই সেবাগ্রহিতাকে টেলিটকের ১৬৩৪৫ নম্বর থেকে এসএমএস দেয়া হয়। শেষ ধাপে ই-নামজারির তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সর্বোচ্চ ২৮ কার্যদিবসের মধ্যেই আবেদন নিষ্পত্তি হয়। এসএমএস পেয়ে আবেদনকারী উপজেলা ভূমি

সেন্টার থেকে ভূমি সেবা পাচ্ছেন সাধারণ নাগরিক। ভূমি অফিসে গেলে অচেনা লোকের কাছে সেবা নিতে হয়রানি হতে হতো। আমরা গ্রামবাসীর পরিচিতজন। আমাদের সেবামূল্য নির্ধারিত। সে কারণে বাড়তি টাকা গচ্চা দিতে হয় না। প্রতিটি অনলাইন আবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করে দেয়া হয়- যে কারণে তাদের অর্থের সাথে সময়ও বেঁচে যাচ্ছে।

নওয়াপাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা সেলিম রেজা জানান, ই-নামজারি চালু হওয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। সদর উপজেলা ভূমি অফিসের ভূমি-বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোক্তা আমিন মাহমুদ বাবু বলেন, আগে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের খপ্পরে পড়ত। এখন সেই সুযোগ নেই। সেবাগ্রহিতার ভোগান্তি কমেছে। অর্থ ও সময়ও সাশ্রয় হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শফিকুল ইসলাম বলেন, ই-নামজারি চালু করায় হাতের নাগালে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সহজেই সাধারণ মানুষ আবেদন করছে। ভোগান্তি ছাড়াই পাচ্ছে সেবা। এতে দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম সফল হওয়ায় জেলার অন্য উপজেলাগুলোতেও চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

জেপ্রকাশ-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫,

গ্রামের কাগজ
(যশোরের প্রথম রঙিন পত্রিকা)
The Daily Gramer Kagoj

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

সকল পাতা

তীরে ভিড়লো জান্নাতের স্বপ্নতরী

এস.এম আরিফ :
Published : Friday, 2 August, 2019 at 6:27 AM

অ+ অ- অ

জান্নাতুল মাওয়ার মুখে ছিল অনাবিল হাসি। বৃহস্পতিবার সে বুঝে পেয়েছে স্থায়ী ঠিকানা। ধুলিমাখা পথে পথে ঘোরা ইজিবাইক কন্যার যেন শাপমুক্তি হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের নিজের বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে সরকারের গৃহীত 'জমি আছে ঘর নাই' প্রকল্প আর যশোর জেলা প্রশাসনের আন্তরিকতায়। যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের ম-লগাতি মৌজার ১ নং খতিয়ানের ৭১২ নং দাগে পাঁচ শতক জমি বৃহস্পতিবার সরকারি সার্ভেয়ার দিয়ে মেপে জান্নাতুল আর তার বাবাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান। এখন এই জমির ওপর উঠবে জান্নাতুলের স্বপ্নের ঘর।

কপালের ফেরে ইজিবাইকে শুধু শৈশবই নয় বাধা পড়েছিল জীবনও। জীবন জীবিকার তাগিদে কাকডাকা ভোর থেকে শুরু করে গভীর রাত অবধি ইজিবাইক চালানো বাবার সাথে পথে পথে

ww.gramerkagoj.com/2019/08/02/139917.php?fbclid=IwAR2Q06tv0QzC4lgvyX9xBgiULH0vmEnBwSEfEi6gO72LmVC178Iws18aoGw

আটকানো। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। জীবনের প্রয়োজনে ইজিবাইক চালানো শুরু করলে যশোর শহরের নাজির শংকরপুর চাতাল মোড় এলাকার শামীম হোসেনের একটি ইজিবাইক চার্জের দোকানেই বাধা পড়েছিল বাবা মেয়ের কষ্টের জীবন। নিরাপত্তা আর দেখভালের লোকের অভাবে ছোট ফুটফুটে মেয়ে জান্নাতুল মাওয়াকে ইজিবাইকে চড়িয়েই ভাড়া খাটতে বের হতেন চালক মুরাদুর রহমান মুন্না। ভোর বেলায় বাবা মুন্না যখন তার মেয়ে জান্নাতুল মাওয়াকে ঘুম থেকে উঠিয়ে গোছগাছ করাতেন যে

কেউ দেখলে ভাবতেন যেন মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর জন্যে ব্যস্ততা! অথচ নির্মম নিয়তির কারণে ইজিবাইকে চলতি পথে দেখা ছাড়া স্কুলের চৌকাঠ মাড়ানোর সৌভাগ্য হয়নি তার। ধুলো ধূসরিত পথে বাবার ইজিবাইকে কেটেছে সাড়ে তিন বছর। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গণমাধ্যমে জান্নাতুল মাওয়ার করুণ কাহিনী প্রকাশিত হলে যশোরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল ইজিবাইক চালক মুরাদুর রহমান মুন্না ও শিশু জান্নাতুল মাওয়াকে তার কার্যালয়ে ডেকে আনেন। পথে পথে ঘুরে তখন জান্নাতুল সর্দি জ্বরে আক্রান্ত। জেলা প্রশাসক চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ সেইদিন থেকে শিশুটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা উপকরণের সাথে তার হাতে তুলে দেন চকলেট আর খেলনা। জান্নাতুলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আর কিছু চাওয়ার আছে কিনা। সে সময় জেলা প্রশাসকের কাছে জান্নাতুল নিজের একটি বাড়ির আবদার করে। ততক্ষণাৎ জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল জান্নাতুলকে একটি বাড়ি বানিয়ে দেয়ার কথা দেন। পরবর্তীতে চলতি বছরের ২ মে যশোর জিলা স্কুল অডিটরিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দুঃস্থ ও অসহায়দের মধ্যে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী জান্নাতুল মাওয়ার হাতে তুলে দেন যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের মন্ডলগাতি মৌজায় সাড়ে পাঁচ

একটি রেপ্লিকা। সেই সাথে জমির ওপর জেলা প্রশাসনের আর্থিক সহযোগিতায় বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার আশ্বাস। সেই প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান বৃহস্পতিবার জান্নাতুলের জমি বুঝিয়ে দিয়েছেন। অচিরেই শুরু হবে ঘর তৈরির কাজ।

খুশির উজ্জ্বল আভা চোখমুখে প্রতিফলিত হচ্ছিল জান্নাতুলের। কেমন লাগছে জানতে চাইলে শিশুতোষ উচ্চারণে সে জানায়, 'ডিসি কাকু অনেক ভালো। তার ঘর বানিয়ে দিচ্ছেন ডিসি কাকু।' আর কিছু জানতে চাওয়ার আগে শৈশবের চপলতায় দে ছুট। স্বপ্ন পূরণের পথে তাকে আর কে আটকাবে এখন! তার খুশিতে উদ্বেলিত হয়েছিল কর্মযজ্ঞ দেখতে আসা ম-লগাতি গ্রামের আগত জনতাও।

যশোর সদর সহকারি কমিশনার ভূমি'র সরকারি রাজস্ব আদায়ে অভিযান

পোস্ট করেছেন: নিউজ ডেস্ক | প্রকাশিত হয়েছে: ০৭/২১/২০১৯ , ৭.৪১ অপরাহ্ন | বিভাগ: খুলনা বিভাগ

103
Shares

হাবিবুর রহমান হবি, বিশেষ প্রতিনিধি, যশোর : যশোরে তেতুলিয়া হাটের সরকারী ১ খতিয়ানের পেরিভুক্ত জমিতে দীর্ঘদিন যাবত লীজ নবায়ন না করায় রোববার সৈয়দ জাকির হাসান (সহকারী কমিশনার ভূমি) উক্ত বাজারে যেয়ে দোকান উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলে অবৈধ দখলদারগণ লীজ নবায়ন করতে রাজি হন। এসময় মোট ১০৪ জন লীজ নবায়নের জন্য আবেদন করেন। ইজারাদার এবং লীজ নবায়নকারীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলে সদর এসি ল্যান্ড সৈয়দ জাকির হাসান সকলের উপস্থিতিতে ১০৪ জনের নিকট

channelgbangla.com/2019/07/21/যশোর-সদর-সহকারি-কমিশনার-ভ/?fbclid=IwAR3v1o4EdyKNLzrNRfEoDU3UKQH9bHkvS2jTI

থেকে বাংলা ১৪২৬ সনের সরকারী রাজস্ব আদায়ের মূল্য ধার্য করেন ৩,২১,০০০/- টাকা। লীজ নবায়নকারীগণ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

Comments

0 comments

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

যশোরের সেই আদিবাসী ১১ পরিবার বুঝে পেল সরকারি জমি

প্রকাশ আগস্ট ২৬, ২০১৯

SLIDER দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল যশোর

প্রণব দাস : নিজের নামে একখণ্ড জমি! যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি আদিবাসী ভূমিহীন নীলশ্রমিকের বংশধরেরা; তাই হলো সত্যি। স্বামীহারা সত্তরোর্ধ্ব চলৎশক্তিহীন হতদরিদ্র সিতু রাণী সরদার তার ছেলে দিনমজুর শান্ত সরদারের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিজের জমিতে। আর ভাসমান হয়ে পরের জায়গায় থাকতে হবে না তাকে। মা ও ছেলে বুঝে পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি। এবার হবে নিজেদের মাথা গোজার ঠাঁই। মুখে কোনো কথা নেই। নির্বাক মা-ছেলের চোখে আনন্দাশ্রু।

সিতু রাণীর মতো এমন আনন্দাশ্রু দিন আনা দিন খাওয়া প্রভাস সরদার ও তার স্ত্রী মুনিলা সরদার, ছেলে দূরদেশ, আকাশ, স্বামীহারা অঞ্জলি সরদারের মেয়ে সোমা সরদার, স্বামীহারা শুটকি রাণী সরদার ও তার ছেলে দিপক, রবিন সরদার ও তার স্ত্রী মালতি সরদার, স্বামীহারা মহারাণী সরদার ও তার ছেলে উত্তম সরদার বাদশা, স্বামীহারা সীমা সরদার গেবলে ও ছেলে লিপন সরদার, তরণী সরদার ও তার স্ত্রী শেফালী সরদার, ছেলে চাঁন সওদাগর ও শীতল সরদার, স্বামীহারা সুখসা রাণী ও তার ছেলে পঙ্কজ সরদার, স্বামীহারা মমতা রাণী ও তার ছেলে রামপ্রসাদ, সাগর এবং দিলীপ সরদার ও তার স্ত্রী অনিতা সরদারের ছেলে অসিম সরদার, কালাচাঁদ সরদার সকলের চোখে-মুখে। নিজের চোখকেই যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছেন না! নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করা জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন তারা। যেখানে দিন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা, তাদের আবার জমি!

পেয়েছেন সরকারের বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমি।

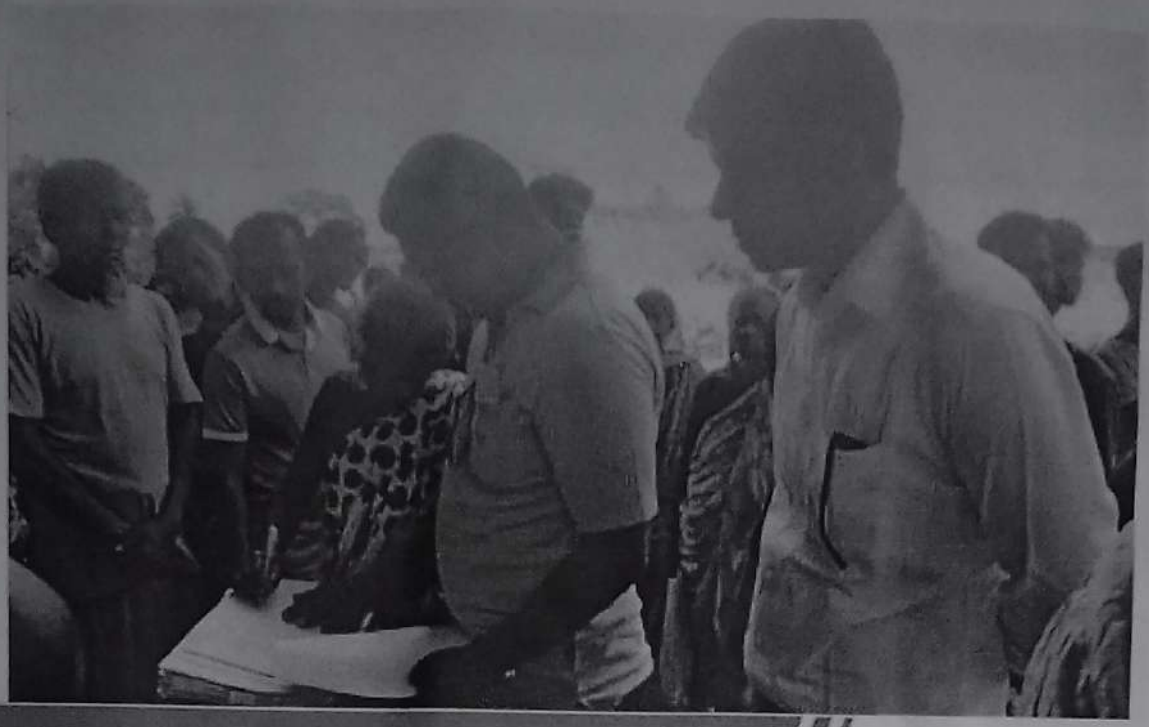

www.protidinerkatha.com.bd

প্রতিদিনের কথা

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হোসেন সোমবার সকালে যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের সাহাবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ১ এবং আরএস দাগ নম্বর ২৪৮ ও ২৫০ এর ৩৪ শতক জমি পরিমাপ করে বুঝিয়ে দেন তাদের। যশোরের তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় নীলশ্রমিক বংশধরের ভূমিহীন হতদরিদ্র এ ১১ পরিবার পেল জমির মালিকানা; পেল স্থায়ী ঠিকানা।

ভূমিহীন থেকে জমির মালিক হওয়া রবিন সরদার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, স্যার (তৎকালিন যশোরের জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল) খুব ভালো মানুষ। তিনি আমাদের ভাসমান জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাকে আমরা মনে রাখব। অভিন্নভাষায় অন্য সকলেই একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

মো. আব্দুল আওয়ালের নির্দেশনায় প্রথম থেকেই এ কাজের সাথে জড়িয়ে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনগ্রসর শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এ মানুষেরা এ সুবিধার আওতায় এসেছে।

উল্লেখ্য, যশোর জিলা স্কুল অডিটোরিয়ামে ২০১৯ সালের ২ মে অনুষ্ঠিত হয় 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে খাসজমির দলিল হস্তান্তর এবং দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান' অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বংশপরম্পরায় খেটে খাওয়া সংগ্রামী এসব মানুষের ১১টি পরিবারের হাতে ১১টি দলিলের মাধ্যমে ৩৪ শতক রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তৎকালিন জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর দৈনিক প্রতিদিনের কথায় প্রকাশিত হয় 'মানুষের মর্যাদায় বাঁচতে চায় নীলশ্রমিকদের বংশধরেরা' শীর্ষক হতদশায় নিপতিত ওইসব মানুষের কথা।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।

সরেজমিনে ২ নভেম্বর পাশে গিয়ে দাঁড়ান জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল। সেদিন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের জীবনমান উন্নয়নের। সেই প্রতিশ্রুতির আলোকে এ খাসজমি বন্দোবস্তের আওতায় এলেন এ ১১ পরিবার।

Copyright 2018 © All Rights Reserved by প্রতিদিনের কথা, Developed by EvertechIT

যশোরের মডেল সদর উপজেলা : ই-নামজারি চালু হওয়ায় বদলে গেছে ভূমি অফিস

১৯ মাসে আবেদন ১৯,৮১৮ : নিষ্পত্তি ১৮,২৯১ : ২৮ কর্মদিবসে সেবা নিশ্চিত

প্রকাশ **সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৯**

SLIDER দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল যশোর

ইন্দ্রজিৎ রায় : যশোর সদর উপজেলার ভেকুটিয়া গ্রামের সফিয়ার রহমান। ছয় বছর আগে ৩১ শতক জমি কিনেছিলেন। সেই জমির নামপত্তন ছিল না। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে তিনি জানতে পারেন অনলাইনে নামপত্তনের আবেদন করা যায়। নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করেন তিনি। এরপর চারধাপে মোবাইল ফোনে ম্যাসেজের (এসএমএস) মাধ্যমে জানতে পারেন কাজের অগ্রগতি। সর্বশেষ এসএমএস পেয়ে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে গ্রহণ করেন নামপত্তনের কাগজ। সরকার নির্ধারিত ফি'র বাইরে একটি টাকাও দিতে হয়নি। ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের হয়রানি ছাড়াই ২৮ কর্মদিবসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খুশি সফিয়ার রহমান। তার মতো আরেকজন সেবাগ্রহিতা সদর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের কামাল হোসেন। ক্রয়সূত্রে ১৪ শতক জমির মালিক। নামপত্তনের জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করেন। তিনিও ভোগান্তি ছাড়াই সহজেই সেবা পেয়েছেন। শুধু সফিয়ার রহমান কিংবা কামাল হোসেন নয়, ১৯ মাসে যশোর সদর উপজেলায় অনলাইনে নামজারির সেবা পেয়েছেন ১৮ হাজার ২৯১ জন। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব এনেছে ই-নামজারি পদ্ধতি। জেলার মডেল সদর উপজেলার ই-নামজারি কার্যক্রম সফল হওয়ায় চলতি বছরের জুলাই মাসে বাকি সাত উপজেলায় চালু করা হয়েছে।

ps://www.protidinerkatha.com.bd/19098/?fbclid=IwAR0n0FHMpr6QPiGyPWRYgwwTYqa7arG8m93kq4z1T6qJs3FGeRHYtcLRoy0#

উপজেলায় ই-নামজারির আবেদন জমা পড়েছে ১৯ হাজার ৮১৮টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১৮ হাজার ২৯১টি আবেদন। ২০১৭ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত আবেদন পড়েছিল ৮ হাজার ৫৭২টি। এরমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৭ হাজার ৮০৩টি। ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত ১১ হাজার ২৪৬টি আবেদন জমা পড়ে। নিষ্পত্তি হয়েছে ১০ হাজার ৪৮৮টি আবেদন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে গড়ে এক হাজারের বেশি আবেদন পড়েছে। অনলাইনে আবেদন নেয়ায় মানুষের ভোগান্তির লাঘব হয়েছে।

জানা যায়, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক পরিচালিত ই-মিউটেশন (নামপত্তন) সেবা চালু করা হয়। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে নির্ধারিত দুইশ টাকা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। এরপর সেই অনলাইন আবেদন ও নথিপত্র চলে যায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদনের জন্য। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদন হয়ে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে চলে যায় শুনানির জন্য। শুনানি শেষে সরকার নির্ধারিত এক হাজার ১৫০ টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়। প্রত্যেকটি ধাপেই সেবাগ্রহিতাকে টেলিটকের ১৬৩৪৫ নম্বর থেকে এসএমএস দেয়া হয়। শেষ ধাপে ই-নামজারির তথ্য নিশ্চিত করা হয়। সর্বোচ্চ ২৮ কার্যদিবসের মধ্যেই আবেদন নিষ্পত্তি হয়। এসএমএস পেয়ে আবেদনকারী উপজেলা ভূমি অফিস থেকে নামপত্তনের কাগজ সংগ্রহ করতে পারেন। এতে আগের মতো ঘাটে ঘাটে ঘুষ, দুর্নীতি ও দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়েছে।

উপকারভোগী শহরতলীর শেখহাটি এলাকার রুহুল আমিন বলেন, সাড়ে তিন কাঠা জমি কিনেছি। জমির নামপত্তনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন করেছিলাম। নির্ধারিত ফি'র বাইরে কোনো টাকা দিতে হয়নি। মোবাইলে এসএমএস'র মাধ্যমেই কাজের অগ্রগতি জেনেছি। দ্রুত কাজ হওয়ায় ভোগান্তি কমেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নামজারি হওয়ায় দুর্নীতি কমেছে।

ভেকুটিয়া গ্রামের বদর উদ্দিন বলেন, বর্তমান এসিল্যান্ড জাকির হাসান স্যারের চেষ্টায় দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। ভোগান্তি ছাড়াই সহজে মিলছে সেবা। আরবপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা এসএম আরিফুজ্জামান বলেন, গ্রামে বসে ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা পাচ্ছেন সাধারণ নাগরিক। ভূমি অফিসে গেলে অচেনা লোকের কাছে সেবা নিতে হয়রানি হতে হতো। আমরা গ্রামবাসীর পরিচিতজন। আমাদের সেবামূল্য নির্ধারিত। সে কারণে বাড়তি টাকা গচ্চা দিতে হয় না। প্রতিটি অনলাইন আবেদন দ্রুততম সময়ের মধ্যে দাখিল করে দেয়া হয়Ñ যে কারণে তাদের অর্থের সাথে সময়ও বেঁচে যাচ্ছে।

নওয়াপাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল তথ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা সেলিম রেজা জানান, ই-নামজারি চালু হওয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। সদর উপজেলা ভূমি অফিসের ভূমি-বিষয়ক ই-সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোক্তা আমিন মাহমুদ বাবু বলেন, আগে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের খপ্পরে পড়ত। এখন সেই সুযোগ নেই। সেবাগ্রহিতার ভোগান্তি কমেছে। অর্থ ও সময়ও সাশ্রয় হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শফিকুল ইসলাম বলেন, ই-নামজারি চালু করায় হাতের নাগালে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সহজেই সাধারণ মানুষ আবেদন করছে। ভোগান্তি ছাড়াই পাচ্ছে সেবা। এতে দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে ভূমি অফিস। সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম সফল হওয়ায় জেলার অন্য উপজেলাগুলোতেও চালু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

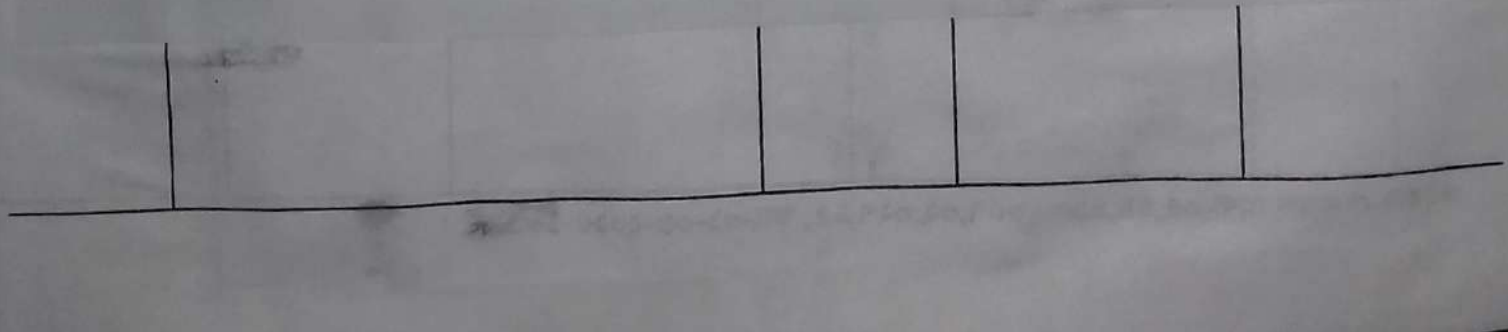

চোরাই মাল রাখার অভিযোগে গতকাল যশোর সদরের চাঁদপাড়ার
তে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে দন্ডিত করে ভ্রাম্যমাণ আদালত

যশোরে বাড়িতে চোরাই
রাখায় ভ্রাম্যমাণ আ
একজনের দন্ডা

কল্যাণ রিপোর্ট : য
উপজেলা চাঁদপাড়ায়
আদালত অভিযান চা
হোসেন রেন্টুর বাড়ি থে
মালামাল জব্দ করেছে
তাকে ৫০ হাজার টাকা
১৫ দিনের কারাদন্ড অনা
তিন মাসের দন্ডাদেশ দি
যশোরের নির্বাহী ম্যাজি
জাকির হোসেন তাকে এ
দেন। *(৩য় পাতায় ৪-এ*

চাঁদপাড়া গ্রামের আজিজ মোল্যার ছেলে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুমনের বাড়িতে চোরায় মালামাল রয়েছে সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় নতুন টায়ার, ইজিবাইক ও অটো রিকসার ব্যাটারী ও মবিল জব্দ করা হয়। এসময় তাকে আটক করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ১৫ দিনের জেল অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেল দেয়া হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন সময় উপস্থিত ছিলেন, ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম, চাঁদপাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মিলন কুমার মন্ডল,

যশোরের চাঁদপাড়া থেকে চোরাই মালামাল উদ্ধার

প্রজন্ম রিপোর্ট

যশোর সদর উপজেলা চাঁদপাড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে সুমন হোসেন রেন্টুর বাড়ি থেকে চোরাই মালামাল জব্দ করেছে। আদালত তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও ১৫ দিনের কারাদাণ্ড অনাদায়ে আরো তিন মাসের দণ্ডাদেশ দিয়েছে। যশোরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ জাকির হোসেন তাকে এ দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডিত সুমন হোসেন যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামের আজিজ মোল্যার ছেলে।

নির্বাহী (২ পৃ: ৭-এর ক: দেখুন)

রাখেন, জেলা যুবমহিলা লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও রামনগর ইউপি চেয়ারম্যান নাজনীন নাহার, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন, ইউনিয়ন আ'লীগের সহ-সভাপতি নেছার আলী। অন্যান্যের মধ্যে

পুর, মাহফুজুর রহমা সোমবার (২৮ অক্টোবর) ইউনুচ আলী কাছ থে দায়িত্ব বুঝে নেন। মাহফুজু মিয়া সাতক্ষীরা জেল কালীগঞ্জে বদলী হয়ে আ আগে তিনি (২ পৃ: ৭-এর

যশোর সদর উপজেলা চাঁদপাড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালি হোসেন রেন্টুর বাড়ি থেকে চোরাই মালামাল জব্দ করে -প্রজন্মের

শোরের চাঁদপাড়া থে

সৈয়দ জাকির হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভি
ারায় মালামাল রয়েছে সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে অভি
য় নতুন টায়ার, ইজিবাইক ও অটো রিকসার ব্যাটারী
এসময় তাকে আটক করে ৫০ হাজার টাকা জরিমান
দায়ে আরও তিন মাসের জেল দেয়া হয়েছে।
চলাকালীন সময় উপস্থিত ছিলেন, ফতেপুর ইউনিয়
ন রবিউল ইসলাম, চাঁদপাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই
এসআই গোলাম নবীসহ ফতেপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ও
।

প্রতিদিনের কথা
সংবাদ সৃষ্টি করি না; পরিবেশন করি
৩য় বর্ষ । সংখ্যা ০৭ । ২১ জুলাই ২০১৯ । ০৬ শ্রাবণ ১৪২৬ । ১৭ জিলক্বদ ১৪৪০ । রেজি : নং- কেএন ৫৬৫ । পৃষ্ঠা ০৪ । মূল্য ৩ টাকা

যশোরে ফরমালিনযুক্ত মাছ জব্দ ও পলিথিন ধ্বংস

ফিসফিড বিক্রেতাকে জরিমানা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে শনিবার বিপুল পরিমাণ ফরমালিন-যুক্ত মাছ ও নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বিকেলে ওই মাছ ধ্বংস করা হয়। একইদিন ভ্রাম্যমাণ আদালত বড়বাজার গোহাটা এলাকার রামনাথ স্টোর থেকে জব্দকৃত প্রায় একমণ পলিথিন ধ্বংস করে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে দিনভর চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের এদিনের অভিযানে শহরের শংকরপুর বটতলার খাঁন পোল্ট্রি অ্যান্ড ফিসফিড ও মুজিব সড়কের মেসার্স খন্দকার ট্রেডার্সকে লাইসেন্সবিহীন মাছের খাদ্য বেচাকেনার অপরাধে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক যশোর সদরের সহকারী কমিশনার

>> ৩য় পৃষ্ঠা ৭ কলাম

ভ্রাম্যমাণ আদালত শনিবার যশোর মাছবাজারে অভিযান চালিয়ে ফরমালিন-যুক্ত মাছ জব্দ করে -প্রতিদিনের কথা

যশোরে ফরমালিনযুক্ত মাছ

(ভূমি) সৈয়দ জাকির হাসান জানান, মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক এসএম আশিকুর রহমান ও সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ কুমার দেব উপস্থিত ছিলেন।

জেপ্রকায-নেজারত শাখা-০৫,৪৪,৪১০০,০০৭,০২,০২৭,১৫, তাং-০১-০৬-২০১৫-১০০ বই।